আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০

তথ্য কমিশন

# স্মরণিকা

তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার

তথ্য কমিশন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০

তথ্য কমিশন

# স্মরণিকা

তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার

তথ্য কমিশন

# স্মরণিকা

উপদেষ্টা
মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার

সম্পাদক
সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার

প্রকাশনা কমিটি
সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার - আহ্বায়ক
ড. মোঃ আঃ হাকিম, পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) - সদস্য
মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান, উপপরিচালক (প্রশাসন) - সদস্য
লিটন কুমার প্রামাণিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য সচিব


প্রকাশনায়
তথ্য কমিশন
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ওয়েবসাইট
www.infocom.gov.bd

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ আশ্বিন ১৪২৭
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

# বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার' যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্য প্রাপ্তি ও জানা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তথ্য মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের জন্যই প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। এর ফলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহির পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে দায়িত্ব পালন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে।

এবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এমন একটি সময়ে উদযাপিত হচ্ছে যখন কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব বিপর্যস্ত। এই ক্রান্তিকালে তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে; অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে, জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি সকলকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করতেও অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণকে তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ আশ্বিন ১৪২৭
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

# বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর অনুসরণে গৃহীত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার (Access to Information in Times of Crisis)' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে এ অজানা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য শুরু থেকেই সারা দেশের সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করে আমি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে মতবিনিময় করেছি। বিভিন্ন স্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার, সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল রাখার প্রয়াস নিয়েছি। ব্যাপক সামাজিক বেষ্টনী রচনা করে, সর্বক্ষেত্রে প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখায় ব্রতী হয়েছি।

আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টির জন্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস এবং তথ্য কমিশন গঠন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা সরকারি টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি।

আওয়ামী লীগ সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৬ হাজারেরও বেশি অফিসের তথ্য সম্বলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করেছে। জেলা শহরগুলোর মধ্যে ৯৯% শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এখন ভিডিও কনফারেন্সিং এবং জুম অ্যাপসের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে ৬৬৮৬ টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছি। ফলে তথ্যসেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে। প্রতিটি দেশ তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আদান-প্রদান করে বিশ্বকে করোনা ভাইরাস মুক্ত করবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


# বাণী

দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০'। 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমগ্র দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' পালিত হতে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি তথ্য কমিশনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মহান লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকল্পে এবং দুর্নীতিরোধে কাজ করে চলেছে। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' আজ সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য হাতিয়ার।

তথ্য প্রাপ্তির চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে কাজ করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে আইনটির ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে গণমাধ্যমকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্ব আজ একটি বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আজ পুরো বিশ্ব আক্রান্ত। এক দেশ থেকে আরেক দেশ এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি বৈশ্বিক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারী থেকে মুক্তির জন্য সঠিক তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ করা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন। সঠিক তথ্য প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, তেমনি তথ্যের সঠিক ব্যবহার জাতিকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হবে।

মুজিববর্ষে তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। দিবসটি উদ্‌যাপন নি:সন্দেহে এ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে এবং তথ্যের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

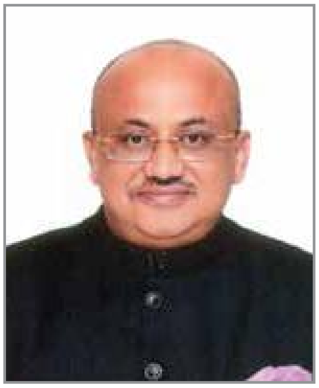

ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করার লক্ষ্যে সারা দেশে "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ পালিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন জনমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুসংহত ও দৃঢ়করণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্থ করছে।

টেকসই উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল প্রতিটি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছুতে নিমিত্ত প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ব্যবসায়ী, বেঁদে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর সুফল ভোগ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সৃষ্ট সচেতনতা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। রাষ্ট্র টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ।

বিশ্ব আজ নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমনে গভীর সংকটে। এই সংকটকালীন সময়ে এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষে' তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ এর সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হবে। আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

৬/৯/2020

(ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি)

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
বাংলাদেশ

# বাণী

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমরা দিবসটি পালন করছি। এবার এ সময়ে সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত। তাই ইউনেস্কো এবারের প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছে-**'Access to information in times of crisis'** আর আমাদের প্রতিপাদ্য-**'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার।'** সংকট উত্তরণে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। অজানা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় মানুষের সঠিক তথ্যে সময়োচিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের বিকল্প কি হতে পারে? ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মানসিকতা তৈরি বা অভ্যাস গড়ে তুলতে, কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যথা- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম, প্রণোদনা ও সুবিধাদির তথ্য জনগণের জন্য অবারিত ও নিশ্চিতকরণ তথা অবাধ তথ্য প্রবাহ সমুন্নত রাখা অত্যাবশ্যক। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখেই এবার সারাদেশে কেন্দ্র থেকে উপজেলায় গৃহীত হয়েছে নানান কর্মসূচি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এবারই প্রথমবারের মত উপজেলা পর্যায়েও (ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারগুলিকে সাথে নিয়ে) পালিত হচ্ছে দিবসটি, গৃহীত হয়েছে পৃথক পৃথক কর্মসূচি।

করোনা সংকট মোকাবেলায় অবাধ তথ্য প্রবাহ রচনার মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মুখ যোদ্ধাদের নিয়ে স্বয়ং সারাদেশে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপদ রাখতে একদিকে যেমন জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অন্যদিকে সকল কর্তৃপক্ষকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন যা দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

করোনা সংকটে মানুষের জীবন রক্ষায়, করোনার ছোবল হতে মানুষের জীবন নিরাপদ রাখতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় উদ্বুদ্ধকরণে, জনগণের স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ বা বাস্তবায়নে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের উচিত হবে সংকট উত্তরণে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদানে, নমুনা পরীক্ষায়, চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ ও ব্যবহারে, আর্থ-সামাজিক বেষ্টনী রচনায়, প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তিতে সঠিক, সময়োচিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা। জনগণের এ সকল তথ্যে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিকে সংকট উত্তরণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার। তাই সঠিক ও সময়োচিত তথ্য প্রদান এ করোনা সংকটে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নিরাপদ রাখবে, কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করবে অন্যকথায় সুশাসন নিশ্চিত হবে, সরকার ও জনগণের আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত রাখবে, সংকট উত্তরণ ত্বরান্বিত হবে। আমাদের স্লোগান হবে-**'সংকটকালে তথ্য পেলে, জনগণের মুক্তি মেলে।'**

**মরতুজা আহমদ**

**সচিব**
**তথ্য মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিব বর্ষে’ “আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০” উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য- “তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার”। এ প্রতিপাদ্য তথ্য প্রাপ্তির উৎসাহকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্থ করছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা নিশ্চয়তায় গৃহীত এই উদ্যোগ দেশে বিদেশে ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে তথ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর বা সংস্থাসমূহ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে অবদান রাখছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিস্তৃত করতে দেশে বর্তমানে ৩৪টি টেলিভিশন চ্যানেল, ২২টি এফএম  রেডিও স্টেশন এবং ১৮টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ বিভিন্ন ধরণের ৩১৯২টি নিবন্ধিত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের কাজও শুরু করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়।

নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমনে বিশ্ব আজ গভীর সংকটে। এই সংকটকালীন সময়ে তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। অবাধ তথ্য প্রবাহ এ সংকটকালে জনগণের সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

০৯।০৯।২০২০

**(কামরুন নাহার)**

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| সম্পাদকের কথা | ১২ |
| 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার' প্রসঙ্গঃ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ | ১৩ |
| তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার | ১৬ |
| RIGHT TO INFORMATION, FREEDOM OF INFORMATION AND DIGITAL SECURITY IN THESE TROUBLED TIMES- | ১৯ |
| সংকটকালে কিংবা স্বাভাবিক সময়ে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত রাখা প্রয়োজন | ২২ |
| তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা | ২৫ |
| তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: জনগণের ক্ষমতায়নের আলোকবর্তিকা | ৩০ |
| তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম | ৩২ |
| বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন | ৪৮ |
| Right to Information: Misinformation or disinformation is a matter of life and death in public health crisis. | ৫১ |
| তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার | ৫৩ |
| কোভিড-১৯: তথ্যে প্রবেশাধিকার<br>গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন বাঁচানো, বিশ্বাস সৃষ্টি করা, আশা জাগানো এবং জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিও | ৫৫ |
| Infodemic amid pandemic: Can RTI help? | ৫৮ |
| Empowerment of people through Right to Information Act 2009 | ৬১ |
| তথ্য অধিকারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন | ৬৪ |
| তথ্য অধিকার আইন: প্রেক্ষিত যুবসমাজ | ৬৬ |
| নারীর তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে দ্যা কার্টার সেন্টারের প্রয়াস: | ৬৮ |
| "Transforming RTI activities from Supply side to Demand side in Bangladesh" | ৭০ |
| তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার- স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন | ৭২ |
| দুর্নীতি দমনে সাধারণ মানুষের অন্যতম হাতিয়ার "তথ্য অধিকার আইন" | ৭৫ |
| তথ্য অধিকারের গান | ৭৭ |
| তথ্যই মূল্যবান সম্পদ | ৭৮ |

# সম্পাদকের কথা

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। সারা বিশ্বে অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য পালিত হয়ে আসছে এই দিবসটি। এ বছরে ইতিহাসের এক শ্বাসরূদ্ধকর নয় মাস পার করছে বিশ্ববাসী। করোনা ভাইরাস থামিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক জীবন। করোনা সংক্রমনে বৈশ্বিক মহামারীর বহুমাত্রিক হুমকীর বিরূদ্ধে বিশ্ববাসী বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। অত্যন্ত সংক্রামক করোনা ভাইরাসের আশু এবং সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রভাবে একাধিক সংকটকে একযোগে এক নজিরবিহীন মাত্রায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইউনেস্কো এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে Access to Information In Times of Crisis. তাইতো এ বছর এই সংকটকালে ইউনেস্কোর নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তথ্য কমিশন কর্তৃক সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য **"তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার"** নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই দিবসে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বেতার ও টেলিভিশনে টকশো, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রত্নতত্ত্ব ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মূল আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এমপি উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, যা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

তথ্য অধিকারের বিষয়টি জনগণের একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৭৬৬ সালের পূর্বে সরকারের কর্মকাণ্ডের উপরে জনঅধিকারের বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। একারণে রাষ্ট্রের অর্থ ও সম্পদের নিয়মানুগ ব্যবহার, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের অভিপ্রায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য কমিশন এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকারি বেসরকারি অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং নাগরিকগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবাহের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

'তথ্য অধিকার আইন' জনগণের আইন। এই আইনের সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন জনগণকে আইনটি সম্পর্কে অবহিত করা। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের মাঝে এই আইনটিকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য কমিশন দেশের ৬৪ টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের কাজে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। লেখকগণকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে এই স্মরণিকা ভূমিকা রাখবে-এই প্রত্যাশা করছি।

**সুরাইয়া বেগম** *এনডিসি*
তথ্য কমিশনার

# ‘তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার’
# প্রসঙ্গঃ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

**মরতুজা আহমদ**
প্রধান তথ্য কমিশনার

‘তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার’-২০২০ সনে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে। এবার এমন সময় দিবসটি পালিত হচ্ছে যখন সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারীতে আক্রান্ত। বলা বাহুল্য, করোনা সংকট উত্তরণে ইউনেস্কোর অনুসরণে আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য নি:সন্দেহে তাৎপর্যমণ্ডিত ও সময়োপযোগী। উল্লেখ্য, অবাধ তথ্য প্রবাহ রচনা, তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার, তথ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য।

তথ্য অধিকার মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, বৈষম্য দূরীকরণ; সুশাসন তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা আনয়ন; দুর্নীতি হ্রাস, জনগণের ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। চিকিৎসাসহ সংবিধানে বর্ণিত সকল মৌলিক অধিকার পূরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের তথ্যে আবশ্যিক অভিগমন। তথ্য অধিকার রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলে, আস্থার সম্পর্ক স্থাপন করে।

করোনাকালে বিশ্ববাসী উপলদ্ধি করেছে, সঠিক ও সময়োচিত তথ্য কিভাবে মানুষের জীবন মৃত্যুর নিয়ামক হতে পারে। করোনার ভয়াল থাবা থেকে জীবনকে নিরাপদ রাখতে, স্বাস্থ্যবিধি জানতে, বুঝতে এবং তা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে-এ সংক্রান্ত  জরুরী ও সাধারণ তথ্যাদি জনগণের জন্য সহজ ও বোধগম্য করে তোলা অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্যবিধি যেমন মাস্ক পরিধান, সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করা, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্যে অভিগমনের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনজনকে হারিয়ে আমরা বুঝেছি আক্রান্ত ব্যক্তিকে কত তাড়াতাড়ি চিকিৎসার আওতায় আনা ও দ্রুত সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। তার দ্বারা অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার পর আমাদের বোধগম্য হয়েছে সঠিক সময়ে তথ্য পেলে, জানলে এবং তা পালন করলে ব্যাপকভাবে তাদের সংক্রমন ঠেকানো সম্ভব ছিল। এখনও আমরা অনেকেই বিশ্বব্যাপী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের খবর রাখি না। এজন্য এ সংকটে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন জরুরী সেবা ও স্বাস্থ্য বিধির সকল তথ্য জনগণের নিকট অবারিত করা ও রাখা, এগুলো পালনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা এবং এ ধারা অব্যাহত রাখা। হাসপাতালে তো বটেই, ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে অনেক সেচ্ছাসেবী সংস্থা বিনামূল্যে বা কম মূল্যে করোনা চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে যাচ্ছে-এ তথ্য ভোক্তভোগীর নিকট আছে কি ? অজানা ভাইরাসের সংকট মোকাবেলায় চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসহ অপরাপর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে টেকসই কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে, জনগণের জন্য গৃহীত প্রণোদনা ও সহায়তার বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্য তাদের নিকট অবারিতকরণে, ঘোষিত সুবিধাদিতে প্রকৃত উপকারভোগীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সঠিক ও সময়োচিত তথ্য প্রদানের বিয়য়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও সময়োচিত চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদানে, নমুনা পরীক্ষায়, মানসম্মত চিকিৎসা সামগ্রীর সময়োচিত এবং যথাযথ সরবরাহ ও ব্যবহারে এক কথায় চলমান ও সকল ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ও অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক। এতে সংকটে মানুষের শুধু জীবন রক্ষাই সহজ হবে না, জনস্বাস্থ্য নিরাপদ থাকবে, অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে সকল কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন বজায় থাকবে, সংকট মোকাবেলায় রাষ্ট্র ও জনগণের আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। তাছাড়া গুজব, ভুল-বানোয়াট তথ্য জনগণকে বিভ্রান্ত করবে না। সংকট উত্তরণ ত্বরান্বিত হবে, উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকবে। জনগণ করোনা পরিবেশেই জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য সহনশীলতা (Resilience) তৈরী করে করোনার প্রতিঘাতকে মোকাবেলা করে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সচেষ্ট হবে। তাই তথ্য অধিকার জনগণের ঘুরে দাঁড়াতে আশা জাগানিয়ার এক মহৌষধ।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধানমতে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের আবশ্যিক অধিকার রয়েছে। নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় শাস্তি, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছে। তবে নাগরিকের তথ্য চেয়ে পেতে আইনের কাঠামো পদ্ধতি অনুসরণে কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিধায় আইনের ৬ ধারায় প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলক ও স্বপ্রণোদিতভাবে তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য হয় সেভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রচার ও প্রকাশ করবে। এভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ তথ্য গোপন করতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না। গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা অবশ্যই প্রকাশ করবে এবং এর সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে, প্রণীত প্রতিবেদন ও প্রকাশনা সর্বসাধারণের জন্য পরিদর্শন ও সরবরাহ সহজলভ্য করতে হবে, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়দি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার ও প্রকাশ করবে। কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক অনুসরণের জন্য এ বিষয়ে প্রণীত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ এ কি কি তথ্য কিভাবে কত দিনের মধ্যে কোন কোন মাধ্যমে প্রকাশ করবে তার সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত আছে। কর্তৃপক্ষের নোটিশ বোর্ড, প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে অনুলিপি প্রেরণ, ওয়েবসাইট, গণমাধ্যম ইত্যাদিতে নিয়মিত ও সময়মত প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। প্রবিধানমালায় সংযুক্ত তফসিল ১ ও ২ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জনবান্ধব, সময়োপযোগী, আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়। উদাহরণস্বরূপ তফসিল ১ এর ৯ অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও বরাদ্ধকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমানের বিবরণ প্রকাশ ও প্রচারের সর্বোচ্চ সময় ও মাধ্যমের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যা করোনা বা যে কোন সংকটে তো বটেই সব সময়ই ভুক্তভোগী ছাড়াও সকলেরই প্রত্যাশিত।

সন্দেহ নেই, করোনা সংকটকালে বাংলাদেশ এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই নাগরিকের আবেদন করে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রটি কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বের কোন কোন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণাসহ লকডাউন ইত্যাদি কারণে নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি ব্যাহত হয়েছে। করোনা সংকটে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিধানটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে নাগরিকের পক্ষে শারীরিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা, এজন্য কয়েকটি ধাপ পার করে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা কঠিন কাজ, স্বাস্থ্যবিধিসম্মতও নহে। অবশ্য বিকল্প হিসাবে অনলাইনে তথ্য প্রদান ও শুনানী বা সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়টি জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশের আইনটি যথেষ্ট অনলাইন বান্ধব। দেশে ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশেও তথ্যের আবেদন গ্রহণ, তথ্য প্রদান, শুনানী ও সিদ্ধান্ত অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। তথাপি আমাদের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য এখনও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এ সকল বিবেচনায় সংকট উত্তরণে জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, সমাজসেবাসহ সকল কর্তৃপক্ষের সেচ্ছায় তথ্য প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ সংকটকালে রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষই তার বিস্তৃত ও সঠিক তথ্য (প্রয়োজনে ডাটাসহ) বিশেষত: স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা ও জীবনকে নিরাপদে রাখার জরুরী তথ্য, স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে সময়োচিত প্রকাশ ও প্রচার করে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন, স্বস্তি দিতে পারেন। সংকটকালে মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে যে সকল সুবিধাভোগী, সুযোগসন্ধানী, ধান্ধাবাজ, ধড়িবাজ দুর্নীতি, আত্মসাৎ, তছরুপ, চুরি, ডাকাতি, জবরদখল ও ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানান অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হন-তা তারা যত ক্ষমতাধরই হোন না কেন তথ্যে জনগণের আইনী অধিকার নিশ্চিত হলে এসব অপকর্মের সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তিরোহিত হয়, সময়ের আবর্তে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। কর্তৃপক্ষও তার স্বচ্ছতা প্রমাণের সুযোগ পায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা প্রতিভাত হয়, অনিয়ম দূরীভূত হয়, দুর্নীতিহ্রাসে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সংকট মুহূর্তে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়। এ প্রয়োজন মেটাতে তথ্য প্রবাহ হবে অবারিত যা হবে মূলত: স্থানীয় ভাষায়, হবে সহজলভ্য, বোধগম্য, প্রবেশগম্য এবং সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। তথ্য হবে মানসম্মত, সঠিক ও উপযুক্ত, কর্তৃপক্ষের থাকবে সংরক্ষিত তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশের ইতিবাচক মানসিকতা। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতি জনগণের একাত্মতা তৈরী হয়। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে প্রেস করফারেন্স, প্রেস ব্রিফিং, প্রেস নোট, ওয়েবসাইট, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি।

সংকট মোকাবেলায় অবাধ তথ্য প্রবাহ রচনার মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করার লক্ষ্যে করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মুখ যোদ্ধাদের নিয়ে স্বয়ং সারাদেশে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে জনজীবন রক্ষায় ও জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে একদিকে যেমন জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছেন; সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, প্রণোদনা ও সহায়তা প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন, এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অন্যদিকে সকল কর্তৃপক্ষকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন যা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে, দেশ বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে তিনি জানান, করোনা ভেকসিনের জন্য সব দেশেই আবেদন করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান রাখা হয়েছে, যেখানে আগে পাওয়া যাবে সেখান থেকেই নেওয়া হবে। মহান সংসদে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রদানসহ এহেন বক্তব্য সারাদেশে তথ্যের অবাধ প্রবাহ রচনা করে, জনগণকে সংকটে স্বস্তি দেয়, আশ্বস্ত করে, আশার আলো দেখায়।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের আরেকটি বাধ্যতামূলক মাধ্যম কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটের তথ্য ও নির্দেশিকা সংকট উত্তরণে পথ দেখায়। তবে ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ থাকতে হবে, হতে হবে সহজলভ্য ও ব্যবহার উপযোগী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মত জেলা ও উপজেলার স্বাস্থ্য কার্যালয়ের ওয়েবসাইটেও করোনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির একটি কর্নার থাকা জনস্বাস্থ্যের খাতিরে সমীচীন হবে।

# তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার

**সুরাইয়া বেগম *এনডিসি***
তথ্য কমিশনার

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস। সারা বিশ্বে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য পালিত হয়ে আসছে এ দিবসটি। এ বছরে ইতিহাসের এক শ্বাসরুদ্ধকর ৯ মাস পার করছে বিশ্ববাসী। করোনা ভাইরাস থামিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক জীবন। বৈশ্বিক মহামারির বহুমাত্রিক হুমকির বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। করোনা ভাইরাসের আশু এবং সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রভাব একাধিক সংকটকে একযোগে এক নজীরবিহীন মাত্রায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইউনেসকো এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে Access to Information in Times of crisis এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার" নির্ধারণ করা হয়েছে।

Wikipidia তে Crisis কে বর্ণনা করা হয়েছে A crisis is an event that is going to lead to an unstable and dangerous situation affecting an indivisual, a group, community or whole of society. অন্য কথায় বলা হয়েছে- A crisis is difficult or dangerous time in which a solution is needed quickly.

**তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট:**

বর্তমানে তথ্য অধিকার জনগণের একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৭৬৬ সালের পূর্বে সরকারের কর্মকাণ্ডের উপরে জনঅধিকারের বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। প্রথমে সুইডেনে জনগণের তথ্যের অধিকারের বিষয়ে আইনের ভিত রচিত হয়। কিন্তু জনগণের অসচেতনতা এবং সরকারসমূহের অনীহার কারণে এই ধরনের আইনের প্রচলন অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেনি। ১৫০ বছর পর কলম্বিয়া একই ধরনের আইন প্রচলন করে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ১২৭ টি দেশ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত হয় সংকট সময় উত্তরণের অভিপ্রায় থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় সংকটের পর একটি নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশায় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস বা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদেশের ইতিহাস থেকে দেয়া যায়, তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যম হওয়ায় বৃটিশ এবং পাকিস্তান সরকার ১৯২৩ সালের Secret Act এর আবরণে জনগণকে সরকারি কাজের জবাবদিহিতার বাইরে রাখে। বাংলাদেশের জন্মও হয়েছে এক অর্থে এই প্রবঞ্চনা বা জবাবদিহিতার অভাব থেকেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৯ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পূরণ করার অঙ্গীকারের পাশাপাশি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও প্রতিফলিত হয়।

নব্বই দশক থেকে সারাবিশ্বে আইসিটির ব্যবহারে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসতে শুরু করে যার ছোঁয়া লাগতে থাকে বাংলাদেশেও। এদেশের জনগণ, বিভিন্ন এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী যেমন দাবী তুলেছে তথ্য অধিকারের তেমনই রাজনৈতিক নেতৃত্বও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অঙ্গীকার নিয়ে ২০০৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক 'Vision 2021' ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে জনগণকে ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্ত করা হয়। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ,

রাষ্ট্রীয় অর্থ সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

**তথ্য কমিশনের কার্যক্রম :**

বিগত ১০ বছরে তথ্য কমিশন কর্তৃক দেশের ৬৪ টি জেলা এবং ৪৭৮ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং জনসাধারণকে এই আইনের আওতায় ক্ষমতায়নের জন্য ৪৯৭ টি জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা/ এনজিও কর্মী এখন প্রায় সকলেই এই আইনের আওতায় তাদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে অবহিত। তবে গ্রামীণ বা সমাজের প্রান্তিক স্তরে যারা অবস্থান করছেন, তথ্য যাদের জীবনমান উন্নয়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অনুসংগ তাদের কাছে তথ্য কমিশন বা সহযোগি এনজিওরা এখনো তেমনভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তথ্যপ্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য Online Tracking System চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংকটের এ বছরে অন্যান্য সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যাও অনেক কমেছে। ২০১৯ সালে ৬৪ টি জেলায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৬৯৯৫ টি যা ২০২০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ১২৮৭ টিতে। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ছিল ৩৫১ টি যা ২০২০ সালের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫৮ টিতে। তবে এই সংকটকালেও জনগণের তথ্য পেতে যাতে অসুবিধা না হয় এজন্য ভার্চুয়াল কোর্ট সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারির পর থেকেই তথ্য কমিশন কর্তৃক ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদানের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

**বর্তমান করোনা সংকট :**

বিশ্ব ইতিহাস বা বাংলাদেশের বিভিন্ন সংকটকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্য মহামারী বা যুদ্ধবিগ্রহ যেখানে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মূল কারণ ছিল মানুষকে সংকট সম্পর্কে অবহিত না রাখা বা জনসচেতনতার অভাব। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায় বলে ধারণা করা হয়। কারণ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস মানুষকে সঠিকভাবে দেয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস জনসচেতনতাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যাও ১০-১৫ জনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কোভিড-১৯ আমাদের পৃথিবী বদলে দিয়েছে। এটি সারা দুনিয়ার সব মানুষ, কমিউনিটি আর সব জাতিকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। আবার বিচ্ছিন্নও করেছে পরস্পর থেকে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা বিশ্বে ২১৩ টি দেশে ৩,১৭,৮৩,৯৫৮ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে মারা গেছেন ৯,৭৫,৪৭২ জন। বাংলাদেশেও আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৫২,১৭৮ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৫,০০৭ তে দাঁড়িয়েছে। কর্মস্থল বন্ধ হওয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়েছে। শতকোটি শিশু-কিশোরের শিক্ষা জীবন স্থবির হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে Crisis এর সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে বা Corruption এর সুযোগ নিয়েছে।

ইতিহাসবিদ Charles Rosenberg এর মতে, Epidemic বা সংকটের একটি Cycle আছে যাতে তিনটি বাঁক থাকে।

প্রথমত: সংকট অস্বীকার করে অজ্ঞতা বা অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংকায়।

দ্বিতীয়ত: সংকটকে স্বীকৃতি দেয় এবং উত্তরণের জন্য নানা পথ খুঁজতে থাকে।

তৃতীয়ত : এক সময় সংকট শেষ হয় সামাজিক প্রতিরোধ বা প্রতিষেধকের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি চীনের উহান প্রদেশের কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে তথ্য গোপন করে। সেটি ignorance বা অর্থনৈতিক interest এর কারণেও হতে পারে। তথ্য গোপন করার বা অজ্ঞতার কারণ সারা পৃথিবীর মানবজাতি আজ

মহাসংকটে পতিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববাসী ২য় ধাপে অবস্থান করছে এবং সংকটকে স্বীকৃতি দিয়ে নানাভাবে সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

**সংকট উত্তরণে তথ্য অধিকার আইন :**

করোনা সংকটের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং এর থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিটি দেশের সরকার বিজ্ঞানসম্মত উপায় বের করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অত্যন্ত নামকরা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Jeffry Sachs কে প্রধান করে জাতিসংঘ কোভিড ১৯ কমিশন গঠন করেছে ৯ জুলাই ২০২০ তারিখে। কমিশন কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে যে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে তাতে বর্তমান সংকটকাল উত্তরণে চার ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে যা বাংলাদেশসহ সকল দেশের জন্যই প্রযোজ্য।

ক) মহামারিকে মেডিক্যাল সলিউশন বা নন মেডিক্যাল প্রতিরোধ দ্বারা দমন করা।
খ) মানবসমাজের দারিদ্রতা, ক্ষুধা বা মানসিক চাপ হ্রাস করা।
গ) পাবলিক এবং প্রাইভেট সংস্থাসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা।
ঘ) SDG Goal এর অনুসরণে কাউকেই পেছনে না ফেলে বিশ্ব অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা।

সংকট উত্তরণে আমাদের দেশের সরকার প্রথম থেকেই মহামারি থেকে জনগনকে বাঁচানো- মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এবং ব্যাপক সামাজিক বেষ্টনী রচনা করে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করে নিজে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে মতবিনিময় করেছেন, সকল স্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করা, সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সহায়তায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারিভাবে ২৪ ঘন্টা পর পর কোভিড রোগীর সংখ্যা, মৃত্যু, সুস্থতা বা আইসোলেশনে নেয়া. পিপিই বা টেস্টিং কিট এর সরবরাহের ব্যবস্থাসহ সম্পর্কে স্বপ্রণোদিতভাবে মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি, খাদ্য পরিস্থিতি বা অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় তথ্য বা সেবা নিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। এছাড়া আর্থিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করে অর্থনীতিকে সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগ বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টর ইতোমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষকে সংকট থেকে উত্তরণের নতুন পথ বাতলে দিয়েছে। অর্থনীতিকেও অনেকাংশে সচল রাখতে সহায়তা করেছে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক Open Data Campaign, মাদারীপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক 'জেলা প্রশাসন দর্পণ' এবং যশোরে সিংহঝুলি ইউনিয়নের দেয়াল লিখন স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা (৯) (৪) অনুযায়ী তথ্য প্রদান পদ্ধতিতে অনুরোধকৃত কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্বলিত তথ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিকভাবে সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেক ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে এমনকি প্রতি ঘন্টায় অর্থাৎ সঠিক তথ্য প্রাপ্তির পরমুহূর্তেই জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচুর তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে প্রতিটি মানুষের জীবন ও কর্ম এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ায় মানুষ প্রতি মুহূর্তে তথ্যের জন্য মিডিয়ার দিকে নজর রাখছে। মিডিয়া কর্মীরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর। তবে যেহেতু বিষয়টির সাথে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে তথ্যের সঠিকতা ও গুণগত মানের দিকে নজর রাখতে হবে তীক্ষ্মভাবে। সংকটের এ বছরে অন্যান্য সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা কমে গেলেও এ বছরে সরকার স্বপ্রণোদিত হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছে, যা মূলত তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯ (৪) এরই সফল প্রয়োগ। বিশ্বব্যাংকের ধারণামতে, করোনা পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনে ৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি, এনজিও এবং মিডিয়াকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক তথ্য প্রদান করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যত বেশি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যাবে অর্থনীতি পুনর্গঠনের সময় ততই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। বিশ্ববাসীও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আদান-প্রদান করে করোনা মহাসংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবতার বিজয় বয়ে আনবে এই প্রত্যাশা রাখি।

# RIGHT TO INFORMATION, FREEDOM OF INFORMATION AND DIGITAL SECURITY IN THESE TROUBLED TIMES-

**Muhammad Zamir**

The last few weeks have witnessed protests rage across US cities over the most unfortunate death of George Floyd. We have seen curfews and clashes as the United States racial protests have escalated. There have also been several incidents where the media and journalists have been subjected to severe curtailing of their rights to obtain information and then disseminate them. We have also seen the controversy generated in Bangladesh through the use of certain provisions of the Digital Security Act and measures applied in the case of photojournalist Shafiqul Islam Kajol.

The scenario has also gained additional dimensions because of emerging facets resulting out of measures being adopted to try and control the growing after-effects and impact of the COVID Virus dimension on stranded migrant workers. This last aspect drew the attention of the world with particular reference to India.

One needs at this juncture to underline the special efforts put in by the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) to try to facilitate not only the principle of Right to Information but also the use of freedom of information. An independent, non-governmental organisation headquartered in New Delhi, with offices in London, United Kingdom and Accra, Ghana. CHRI realized that absence of full information related to the internal migrant issue was being interpreted as not being consistent with the practical realization of human rights. I believe that their recent efforts in this regard needs to be carefully scrutinized by not only the legal authorities but also the other Human Rights Commissions in South Asia- especially in these troubled times.

It appears that the CHRI's efforts were encouraged through views expressed by three eminent Indian judicial authorities.

One needs to refer to them- (a) “The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing": Justice K Mathew, former Judge, Supreme Court of India, (1975);

(b) "Where a society has chosen to accept democracy as its faith, it is elementary that the citizens ought to know what their government is doing": Justice P N Bhagwati, former Chief Justice, Supreme Court of India, (1981) and

(c) "Information is the currency that every citizen requires to participate in the life and

governance of society": Justice A. P. Shah, former Chief Justice, Delhi and Madras High Courts, (2010).

CHRI's efforts to obtain access to information about migrant workers stranded in different parts of India through RTI intervention during the nation-wide lockdown began on 25th March 2020. Subsequently on 8th April, 2020, the Chief Labour Commissioner (CLC) under the Union Ministry of Labour and Employment issued an official letter to the Regional Heads stationed in 20 different places across the country to collect details about every stranded migrant worker and send it to New Delhi within three days. On 5th May, 2020, the Central Public Information Officer (CPIO) apparently claimed in an unsigned reply, that the Statistics Section of the Office of the CLC did not have this information. It was this apathy that led to Commonwealth Human Rights Initiative to file a complaint the same day in this regard to the Indian Chief Information Commissioner, Indian Central Information Commission.

On 27th May, 2020, the Indian CIC conducted an out-of-turn hearing of this complaint against the CPIO's reply, treating it as a matter deserving urgent attention.

Subsequently the Indian CIC issued an advisory to the CLC under Section 26 (5) of the Indian RTI Act, 2005 requiring him to cause all available information about stranded migrant workers to be uploaded on an official website within a week's time, consistent with Section 4 of the Act. It has also been directed that this information will have to be updated on a regular basis.

The CHRI have later drawn attention to these interesting factors that have now been recognized as legal –

1) that all the Regional Heads to whom the CLC addressed the D.O. of 08/04/2020 are subject by law to his administrative jurisdiction.;

2) that the information sought concerns the lives of not just one person but all migrant workers residing within the territory of India due to the widespread effect of COVID-19;

3) that all the information sought in the RTI application was that which ought to have been disclosed by the Respondent Public Authority proactively under Sections 4(1)(c) and 4(1)(d) of the RTI Act read with Section 4(2) of the RTI Act, so that people are not required to file formal RTI applications to obtain access to it.

This whole process has garnered a lot of interest in India and elsewhere because according to the Indian Union Home Ministry, there are more than four crore migrant

workers across the country based on 2011 Census whose detailed Data Tables were released as late as in July 2019. Consequently many felt that it was reasonable to expect that this figure had become obsolete and the actual numbers might be much more than what the Government was citing.

It was interesting to see how the Indian CIC responded to the situation. The CIC took serious note of the issue of stranded migrant workers. In its decision, the CIC extensively cited from the orders of the Supreme Court of India and the High Courts of Orissa, Madras and Andhra Pradesh which have already taken judicial notice of the extreme levels of distress and suffering of migrant workers, resulting in scores of deaths.

Subsequently he CIC issued an advisory to the Chief Labour Commissioner under Section 25 (5) of the RTI Act to suo-moto upload maximum data as available with them in relation to the migrant workers stranded in relief camps or shelters organized by governments or at the workplace of their employers in compliance with Section 4 of the RTI Act, 2005, having regard to the peculiar circumstances prevalent in the country. It was also clarified that this process will need to be regularly updated.

This whole process undertaken by the CHRI in India has reiterated very clearly that the purpose and object of the promulgation of the Indian RTI Act, 2005 was to make the public authorities more transparent and accountable to the public and to provide freedom to every citizen to secure access to information under the control of public authorities, consistent with public interest, in order to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matters connected therewith or incidental thereto.

This has been an extraordinary exercise that needs to be understood and appreciated by all affected countries. We in Bangladesh should also try to use our RTI more functionally. In similar vein, the same dynamics should operate in Europe, the United States and many other countries in South and South East Asia.

-------- *(Muhammad Zamir, a former Ambassador, is an analyst specialized in foreign affairs, right to information and good governance, can be reached at <muhammadzamir0@gmail.com>)*

# সংকটকালে কিংবা স্বাভাবিক সময়ে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত রাখা প্রয়োজন

**মোঃ গোলাম রহমান**
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার

বিশ্ব আজ এক চরম সংকটের মধ্যে নিপতিত। শতাব্দির ভয়াবহ সংক্রামক কোভিড-১৯ আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। দেশ থেকে দেশে সংক্রামিত হয়েছে এই কোভিড-১৯, সৃষ্টি হয়েছে মহামারী। বিশ্বের ২১৩ টি দেশে এ পর্যন্ত প্রায় নয় লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে, বাংলাদেশে মারা গেছে প্রায় পাঁচ হাজার। এই চরম সংকটকালে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, কোভিড-১৯ এর নিশ্চিত কোন চিকিৎসা নেই বিধায় নানা ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। গণমাধ্যম ব্যবহারের সীমাবদ্ধতায় জনগণের তথ্য আদান প্রদানের বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

গণমাধ্যম ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কমেছে, বিশেষ করে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদির ব্যবহার। করোনাকালে দেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত ৪৫৬টি স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ২৭৫টি (৬০.৩১%) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অনিয়মিত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন পেলে অথবা অর্থসংস্থান হলে ১৮টি (৩.৯৫%) সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক (বিআইজেএন) এর এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। [The Daily Star, 11 July, 2020]। আরেকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, করোনাকালীন সময়ে ঢাকাসহ দেশের ৮ টি বিভাগ থেকে ৮৬ টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে এবং ২৫৪ টি সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রেখেছে। [শরিফুজ্জামান, প্রথম আলো, ০৩ জুলাই ২০২০]

দেশে গণমাধ্যম ব্যবহারের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪৩% ভাগ মানুষ - যাদের মধ্যে প্রায় ৩৯% পুরুষ এবং ৬১% নারীর সংবাদ মাধ্যম ব্যবহারের কোন সময় নেই। এছাড়াও ১৮% লোক কোন গণমাধ্যমই ব্যবহার করেনা। [News Literacy in Bangladesh: National Survey, Md. Saiful Alam Chowdhury, MRDI-Unicef, 2020]

ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে মানুষের আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে নিজেদের আত্মস্থ করে নিচ্ছে। সঙ্গত কারণেই তথ্যের অবাধ প্রবাহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে, ইন্টারনেট মানুষের জীবনকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রচলিত টিভি, রেডিও, মুদ্রিত সংবাদপত্র ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে এই প্রবণতা অধিকতর গতিশীলতার সাথে এগুচ্ছে। সেই সাথে কোভিড ১৯ এর সংক্রমনের কারণে এসকল গণমাধ্যমের প্রচার, বিশেষ করে মুদ্রিত সংবাদপত্রের স্থান দখল করে নিচ্ছে অনলাইন ভার্সন। পশ্চিমা দেশগুলোর বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের ৯৪% তাদের স্মার্ট ফোনে কিংবা সামাজিক মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে থাকে। [আইজে নেট, ১০ অগাস্ট ২০২০]

এ প্রসঙ্গে বিশ্বগণমাধ্যম ব্যবস্থা অনলাইন ভিত্তিক হচ্ছে এবং কোভিড-১৯ কালীন পরিস্থিতিতে প্রচলিত ও মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এই সত্য উপলব্ধি না করে উপায় নেই। প্রসঙ্গত কয়েকটি উদাহরণ টানছি। মার্চ ২০২০ থেকে শুরু করে কানাডার ১৩৫ টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তাদের কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে। কানাডার ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট বলছে এবছর মার্চ-এপ্রিলে সারা কানাডাতে প্রায় ২০০০ লোকের চাকুরি চলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মহামারীর শুরু থেকে প্রায় ৩৬,০০০ সাংবাদিকের চাকুরিচ্যুতি ঘটেছে। করোনা সঙ্কটে অবশ্য সারা বিশ্বে সব ধরণের পেশাতে এইরকম চাকুরি হারানোর ঘটনা ঘটেছে। [https://ijnet.org/en/story/covid-19-worsened-media-crisis-here-are-6-potential-solutions (12-08-2020)]

বাংলাদেশে ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ২৮ মে ২০২০ দেশে করনাকালীন লকডাউন বলবত ছিল। তাতে করে সারা দেশে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি-অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়। জরুরি সেবাসমূহ ব্যতীত সকল প্রকার কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ

থাকে। সকল হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে কোভিড-১৯ সংক্রামিত রোগীদের জন্য ক্রমান্বয়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। কোন কোন হাসপাতালকে শুধু কোভিড-১৯ সংক্রামিত রোগীদের জন্যই নিবেদিত করা হয়। ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসা-সহকারী সকলে নিবেদিত প্রাণ হয়ে করোনা আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত হয়। শুরুতে এই চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পিপিই, মাস্ক এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু লোক ব্যাপক দুর্নীতি করে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য বিভাগের সরবরাহকে কেন্দ্র করে এবং মেডিক্যাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে করোনা টেস্ট করার ক্ষেত্রে সেই বিশেষ শ্রেণি দুর্নীতির নজীর স্থাপন করে।

যেহেতু জরুরি চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব বিরাজ করছিল, সরকারিভাবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার তেমন কোন প্রস্তুতিও ছিলনা সেই পরিস্থিতিতে সুযোগ-সন্ধানীরা দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার আশ্রয়ই নিয়ে অমানবিক আচরণ করে। এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার স্বছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই সময় অফিসগুলো বন্ধ থাকায় তথ্যের কোন আদান-প্রদান ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে জানা যায়, সাংবাদিকরা তথ্যের আবেদন করে সফল হন নাই। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা চালু থাকলেও তথ্য সরবরাহের সুযোগ সেইভাবে জনগণ কিংবা সাংবাদিক কেউ গ্রহণ করতে পারেন নাই।
এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ ছিল সাংবাদিকদের করা আর ২০১৬ সালে অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২১ ভাগ (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬)। ২০১৭ সালে অভিযোগ দাঁড়ায় ৫৩০ টি, তার মধ্যে ৪০৩ টি শুনানি করা হয়, পেশা অনুযায়ী সাংবাদিকদের দায়ের করা অভিযোগ ছিল ৩১ ভাগ। ২০১৮ সালে ৪৩৮ টি অভিযোগের শুনানি হয়, তার মধ্যে সাংবাদিকদের ছিল ৯০ টি, অর্থাৎ ২১ ভাগ। ২০১৯ সালে ৬৩০ টি অভিযোগের মধ্যে শুনানি হয় ২৮৭ টি তার মধ্যে সাংবাদিকের করা অভিযোগ ছিল ১৮ ভাগ।

২০09 সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, অতএব পরিচালিত হয় জনগণের কল্যাণে এবং জনগণের জন্য। অথচ ব্রিটিশ ও অন্যান্য উপনিবেশিক ধ্যান ধারণা আমাদের সংস্কৃতিতে জেঁকে বসে আছে যার ফলে প্রশাসনের সাথে জনগণের দূরত্ব চলে আসছে। সম্প্রতি এই ধ্যান-ধারনার আনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সকল প্রগতিশীল আইনের প্রবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মহান ঐতিহ্যে লালিত একটি ক্রমউন্নয়নশীল দেশ। দেশের জনগণ প্রকৃতঅর্থে প্রগতিশীল, সমাজ সচেতন ও শান্তিপ্রিয়। ঐতিহ্যগতভাবে দেশে যে আইন কানুন প্রচলিত আছে প্রগতির ধারায় তার অনেক সংস্কার হচ্ছে, চালু হচ্ছে নতুন আইন। দেশে জবাবদিহি ও সুশাসনের লক্ষ্যে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০09 চালু হয়েছে। দেশে ১১০০-এর বেশি আইন বলবৎ রয়েছে। বেশিরভাগ আইন চালু আছে জনগণের উপর প্রয়োগ করার জন্য আর তথ্য অধিকার আইন হলো এমন একটি আইন যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে।

করোনাকালীন এই সংকটে মূলধারার গণমাধ্যম যখন তার পরিবেশনা ও সরবরাহ সীমিত করে ফেলেছে এবং  জনগণ সামাজিক মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জনগণকে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যে ধরণের অস্বছতা ও দুর্নীতি ঘটে চলেছে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সাংবাদিক তথা জনগণকে তাদের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। দেশে তথ্য অধিকার প্রয়োগ করার প্রবণতা আশাব্যঞ্জক নয় ।তাই জনগণকে তথ্য গ্রহণ করে তা' থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধা কিংবা সেবা ,যা তাদের অধিকার হিসাবে সমুন্নত তা প্রয়োগ করার সুযোগ দ্রুত সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বেসরকারি সংস্থা/এনজিওসমূহ এই কাজটি উৎসাহের সাথে পরিচালনা করলে জনগণের প্রভূত উপকার নিশ্চিত হতে পারে। সাধারণভাবে মানুষ আইন আদালত নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন ২০09 যেহেতু জনগণই কোন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রয়োগ করার কথা সেই ক্ষেত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহ কিংবা কমিউনিটি সংগঠনগুলো দায়িত্ব নিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত জনগণের এই সক্ষমতা অর্জিত না হয়, ততদিন এই সহায়তা-সেবা তাদের দায়িত্ব হিসাবে নেওয়া উচিত বলে মনে করি। আজকাল ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় যে কোন নাগরিক তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনলাইনে নিজের ঘরে বসেই করতে পারেন। অনলআইনে ট্র্যাকিং করে নিশ্চিত হতে পারেন তার তথ্যের আবেদন কোন পর্যায়ে রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্ণ হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ বছর সময় খুব বেশি নয়,আবার একেবারে কমও নয়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট এর জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩৫,২৮৩ জনকে সরকারি অফিসে এবং ৬,৯০৫ জনকে বেসরকারি অফিসে মোট ৪২,১৮৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে দায়িত্বপ্রাপ্ত  কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছেঃ ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন; ২০১৮ সালে ৪,৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সালে ৭,৭৫৩ জন। এছাড়াও দেখা যায়, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে অনলাইন প্রশিক্ষণ নেয় প্রায় ৫০,০০০ কর্মকর্তা। এর মধ্যে রয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য। ২০১৯ সালে আরও ৫,০০০ কর্মকর্তা অনলাইন প্রশিক্ষেণে যোগ হয়।

**তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ এবং শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগের বছর অনুযায়ী ছকঃ**

| ক্রমিক সংখ্যা | সাল | মোট অভিযোগ | শুনানির জন্য গৃহীত | শুনানির জন্য গ্রহণের হার |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ২০০৯-২০১৪ | ৮০৭ | ৪২৪ | ৫২.৫৪% |
| ২। | ২০১৫ | ৩৩৬ | ২৪০ | ৭১.৪৩% |
| ৩। | ২০১৬ | ৫৩৯ | ৩৬৪ | ৬৭.৫৩% |
| ৪। | ২০১৭ | ৫২৭+৩=৫৩০ | ৪০০+৩=৪০৩ | ৭৬.০৪% |
| ৫। | ২০১৮ | ৭৩১+১=৭৩২ | ৪৩৭+১=৪৩৮ | ৫৯.৮৪% |
| ৬। | ২০১৯ | ৬২৮+২=৬৩০ | ২৮৫+২=২৮৭ | ৪৫.৫৫% |
| মোট | ২০০৯-২০১৯ | ৩৫৬৮+০৬=৩৫৭৪ | ২১৫০+৬=২১৫৬ | ৬০.৩২% |

এই ছক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও শুনানির জন্য তার হার হ্রাস পেয়েছে। হতে পারে যে গ্রহণযোগ্য অভিযোগের সংখ্যা কম ছিল।

তথ্য অধিকার আইন জনগণকে অবহিত করার লক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক সারা দেশে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।  ২০১৫ সালে ১২ টি উপজেলায়, ২০১৬ সালে ১০২ টি উপজেলায়, ২০১৭ সালে ১৫৪ টি উপজেলায়, ২০১৮ সালে ৭৩ টি উপজেলায়, ২০১৯ সালে ১৩১ উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভার ব্যবস্থা করা হয়।

দেশে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশন স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। একইভাবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগনিত। এই আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি, এই অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন স্থায়ী হবে। আমরা এও জানি যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকারিতার কারণে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা তার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না। এই মহৎ আইনের আলোকে সৃষ্ট তথ্য কমিশনের যে ভাবমূর্তি এবং কার্যকারিতা তা সর্বতোভাবে মর্যাদার সাথে রক্ষা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে কোন ভাবেই হেয় করে দেখার কোন সুযোগ নেই। অতএব তথ্য কমিশন এবং এর সকল মানবসম্পদ, কর্মকর্তা, কর্মচারী সম্মিলিত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সকল সময়ই সমুন্নত রাখার চেষ্টা করবেন। যুগ যুগ ধরে সম্মিলিত জ্ঞানের চর্চা এবং একটি প্রতিষ্ঠানের ন্যায়ভিত্তিক অগ্রসরতা ও সাংস্কৃতিক বহমানতা সেই প্রতিষ্ঠানকে মহিমান্বিত করে। অতএব তথ্য কমিশনও এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে নাকি যুগযুগ ধরে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে জনগণকে অধিকতর ক্ষমতায়নে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও  দুর্নীতি হ্রাসে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।

দেশের স্বাভাবিক অথবা সংকটকালীন যেকোনো সময়, জনগণকে তথ্য আদান-প্রদানে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজন হলে আইন সংস্কার কিংবা বিধি-বিধান সংশোধন করতে হবে।

# তথ্য অধিকার ও ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা

**নেপাল চন্দ্র সরকার**
সাবেক তথ্য কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থাসহ সকল সরকারি ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিকগণকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে উক্ত আইনের ধারা ৭ এর (জ) ও (দ) উপধারায় কতিপয় ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে উল্লেখিত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি  জটিল ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যার নিকট তথ্য চাওয়া হয়) কর্তৃক এ ধরণের তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তথ্য সরবরাহ না করার প্রবণতা লক্ষণীয়, যদিও তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রে এই আইনের প্রাধান্য বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয়টি একটি মুদ্রার দু'টি পৃষ্ঠা যার একটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ। ফলে এ দু'টি অধিকারের মধ্যে একটি ধূসর বা সাংঘর্ষিক ক্ষেত্র রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের এই যুগে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায়শই এদের স্টেকহোল্ডারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও শেয়ার করা হয়ে থাকে। বিশেষত: সরকারের দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করায় উপকারভোগীর সংখ্যা ও আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের সফলতা প্রকৃতপক্ষে সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তিবর্গের নির্বাচন ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা অন্য সহায়তা তাদের নিকট যথাযথভাবে বন্টনের ওপর নির্ভরশীল এবং তথ্য অধিকার আইন ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ ধরণের তথ্যের সাথে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকলেও বরাদ্দ ও উপকারভোগীর তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। অপরদিকে সংবেদনশীল (sensitive) তথ্য যেমন: চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, DNA/Biomatrics সংক্রান্ত তথ্য, ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্র যেমন, ইমেইল পাসওয়ার্ড, যোগাযোগসমূহ, পরিদর্শিত ওয়েবসাইট সমূহের তালিকা, মোবাইল লোকেশন সংক্রান্ত তথ্য, ইত্যাদি ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিধায় এগুলো তথ্য অধিকার আইনের ৭ (জ) উপধারা অনুযায়ী প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর ৫ নং প্রবিধিতে এই ধরণের ব্যক্তিগত তথ্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতিক্রমে প্রকাশের বিধান রয়েছে। এই ধরণের ক্ষেত্রসমূহে একদিকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার (যার তথ্য চাওয়া হয়েছে তার অধিকার) অবশ্যই বিবেচনায় নিয়ে সুষম (Balanced) সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত সাংঘর্ষিক এলাকা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও উচ্চ আদালতের এতদ্‌বিষয়ক নির্দেশনা বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ধ্যান-ধারণা উন্নয়নে তার প্রচেষ্টার সুরক্ষা সংক্রান্ত। এটাকে সংক্ষেপে এভাবেও বলা হয় যে "The right to be left alone" অর্থাৎ বিশ্ব কবির ভাষায় "একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে" নীতির অনুরূপ। এই ধরণের অধিকারের মধ্যে ব্যক্তি/পরিবার ও ব্যক্তিগত/পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ তথা অনধিকার প্রবেশ, যৌন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহ যা মানুষের মর্যাদা ও অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত।

তথ্য প্রযুক্তির তথা ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার অধিকারের বিষয়টি এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বর্পূণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই ধরণের তথ্য সংগ্রহে তথ্য দাতার সম্মতি, যথাযথ

মানে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য কি কাজে ব্যবহৃত হবে তা প্রকাশ, প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ না করার প্রত্যয়, প্রাপ্ত তথ্যের নিরাপত্তা বিধান ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণীয় যা তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালার বিধি-৫ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সকল ব্যক্তিগত তথ্য সরবরাহের বিষয়টি অবস্থা অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের পরিপূরক, কোন কোন ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত তথা অপ্রকাশযোগ্য হবে যা নিম্নে একটি চিত্র মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো:

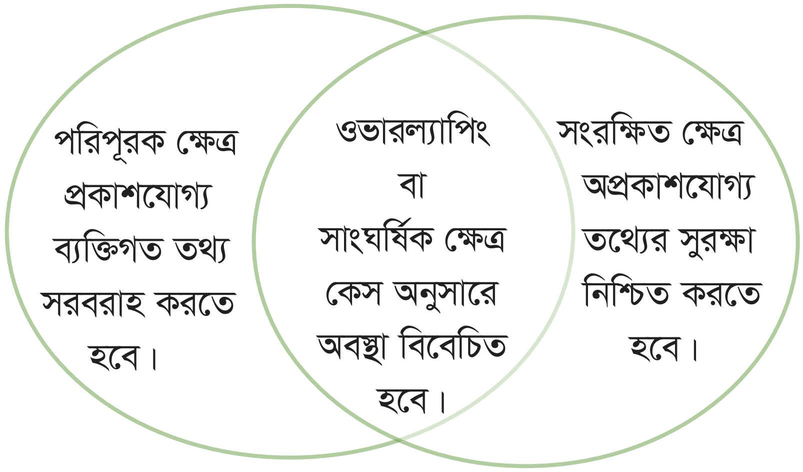


নিম্নে কয়েকটি উদারণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো।

**স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন:** সাধারণত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন  তথ্য কোন তৃতীয় পক্ষকে সরবরাহের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন করে না। কারণ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে রোগীর ও রোগের গোপনীয়তা রক্ষা করার বিষয়টি স্পষ্ট। রোগীরা তাদের শারিরীক বা মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও এর ইতিহাস ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করেন এবং এই ধরণের তথ্য প্রকাশিত না হোক এটাই তাদের প্রত্যাশা, অর্থাৎ এটি অপ্রকাশযোগ্য  সংরক্ষিত ক্ষেত্র। তবে এ সকল ক্ষেত্রে রোগীর অনুমতি/সম্মতিক্রমে যাচিত তথ্য অন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে সরবরাহযোগ্য। তাছাড়া আদালত থেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত তথ্য জানতে চাওয়া হলে বা সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা বিধেয়।

উল্লেখ্য, BMDC Code of Conduct, Etiquette and Ethics for Medical Practitioners in Bangladesh এর ২.৪.৪ অনুচ্ছেদে এতদ্‌বিষয়ক নির্দেশনা নিম্নরূপ: 'Protect patients' privacy and right to confidentiality, unless release of  information is required by law or by public interest consideration even after the death of the patients.' এই নির্দেশনা অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশযোগ্য। অধিকন্তু, এ বিষয়ে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১০ ধারাতে তথ্য সরবরাহের বিধান রয়েছে এবং ২৪ ধারায় সংক্রামক রোগের বিস্তার ও তথ্য গোপন করাকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্যাদি যদি প্রকাশ না করা হয়, তবে তা একজন রোগী থেকেই পরিবারের অন্য সদস্য এবং এই পরিবারের সদস্যদের সাথে যারাই সংশ্লিষ্ট হবেন অর্থাৎ শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখবেন না তাদেরই উক্ত রোগে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই জনস্বার্থ বিবেচনায় ঐ নির্দিষ্ট রোগীর রোগের  এই ব্যক্তিগত তথ্য উপর্যুক্ত চিত্রের সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রভুক্ত হলেও তা প্রকাশযোগ্য হবে। অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে Medical Code of Conduct এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন বিবেচনায় প্রকাশযোগ্য হবে। এ ধরণের আরো অনেক উদাহরণ হতে পারে, যেমন: মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে জেলখানার পরিবর্তে হাসপাতালে অবস্থান, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোন পদের জন্য অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন পদে যোগদান

করে চাকরি করলে সেবা গ্রহীতারা বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে, ইত্যাদি। এবারে অফিসে সংরক্ষিত পরিপূরক ক্ষেত্রের তথ্যাদির বিষয়ে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

**সরকারি কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিগণের ব্যক্তিগত দাপ্তরিক তথ্য:**

সরকারি কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিগণের ব্যক্তিগত দাপ্তরিক তথ্যের বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারা এবং উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা অনুসরণীয়। এক্ষেত্রে দপ্তরে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্য বলতে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধিগণ যারা সরকারি ট্রেজারী তথা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করে থাকেন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি গ্রহণ করে থাকেন সেই সকল তথ্যকে ব্যক্তিগত তথ্য হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু এই সকল তথ্য ব্যক্তিগত নামের সাথে জড়িত হলেও যেহেতু তারা এই অর্থ বা সুবিধাদি সরকারি কোষাগার তথা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে গ্রহণ করে থাকেন সেহেতু এগুলো প্রকাশযোগ্য তথ্য। উল্লেখ্য, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন সরকারি বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় প্রকাশযোগ্য এবং কোন অনুমোদিত বা অপচয়মূলক ব্যয় নির্বাহ বা ব্যয় নির্বাহের আদেশ প্রদান বা কোন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যা তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত চেতনা তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি হ্রাস করার সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে এই ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশযোগ্য তথ্য হিসেবে গণ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের তথ্য ও আর্থিক সুবিধাদি ছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধি তথা জনসেবকদের জীবন বৃত্তান্ত, ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতার তথ্যাদি সরকারি দলিল হিসেবে গণ্য করা হয় অর্থাৎ এগুলোকেও ব্যক্তিগত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ, এগুলো তার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জড়িত হলেও সংশ্লিষ্ট কোন আইনের আওতায় দপ্তরে দাখিল করা হয়। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাসংগিক একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

In 2007, The European Ombudsman found that it was maladministration for the European parliament to refuse to disclose the expenses of the members of parliament including their travel and subsistence allowances (EO 2007). উল্লেখ্য, আইরিশ ও যুক্তরাজ্যের তথ্য কমিশনও অনুরূপ তথ্যাদি প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন থেকে উদ্ভূত একটি অভিযোগ। অভিযোটি শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন থেকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনসমূহ ৩য় পক্ষের তথ্য বিবেচনা করে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯ এর (৮) উপধারা অনুযায়ী দলগুলোর সম্মতি নিয়ে যাচিত তথ্যাদি প্রকাশের আদেশ দেওয়া হয়। শর্তযুক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আংশিক তথ্য পাওয়ায় উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা নং ৭৯৮/২০১৫ দায়ের করেন। উভয় পক্ষের শুনানী নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত রীট আবেদন নিষ্পত্তি করে তথ্য কমিশনের শর্তযুক্ত আদেশ বাতিল করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত রীট মামলায় প্রদত্ত নির্দেশনা তথ্য কমিশনের ওপর বাইন্ডিং হিসেবে গণ্য ও অনুসরণীয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে মহামান্য হাইকোর্ট বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২ এর (খ) উপধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ গণ্য করে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়েছেন। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, Statutory requirement হিসেবে যে সকল তথ্য কোন দপ্তরে জমা হয় তা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ৭৪(২) অনুযায়ী পাবলিক ডকুমেন্ট। ফলে এই মামলায় যাচিত তথ্য পাবলিক ডকুমেন্টের অংশ হওয়ায় কোন গোপনীয় তথ্য নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা তথ্য কমিশনের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে অনুসরণীয়। নিম্নে উক্ত রীট মামলা সংশ্লিষ্ট প্রাসংঙ্গিক অংশসমূহ সন্নিবেশিত করা হলো:

“------the information sought were already in the possession of the respondent No.-2-Election Commission, who could have provided the information to him as an “Authority” by virtue of section 2(b)(i) of the RTI Act without recourse to any third party. He further stated that the information sought did not fall within the ambit of

section 7 of the RTI Act; the objective of rule 9(b) of the Registration Rules, 2008 was to establish transparency and accountability of the registered political parties which is also the objective of the RTI Act, and the information sought by him were not in the nature of "secret information" referred to in section 9(8) of the RTI Act. In the said complaint he prayed that: (a) the respondent No. 1 should direct the Election Commission to provide the requested information to him from the information preserved by the Commission itself without seeking opinion from any third party; (b) the respondent No. 1 should declare that section 9(8) of the RTI Act does not apply to the statement of accounts submitted by the registered political parties; -------."

"In view of the above provisions of law, the registered political parties are required to submit their audited statements of accounts to the Election Commission and soon after of such statements it falls under the category of 'information' as defined in the RTI Act. Moreover, soon after submission of the said audited statements it becomes public document under section 74(2) of the Evidence Act, 1872.Therefore, the Election Commission being an authority under the said Act is under obligation to provide the concerned information to the petitioners."

"However, section 9(8) of the RTI Act, 2009 sets out the procedures for dealing with third-party's secret information-------."

"Ignoring the people's right to know, keeping them in dark and playing hide-and seek with them in a democratic country like us where all powers belong to the people and their mandate is necessary for ruling the country no registered political party can be allowed to take the stand that the audited statements submitted to the Election Commission were secret information.

In the case in hand, though admittedly, the political parties did not consider their submitted audited statements of accounts as secret information or confidential, but the respondents without any mandate of any law erroneously served notices upon the respective political parties concern seeking their opinion in respect of providing information to the petitioners and most of the political parties, which operate in the public sphere and have constitutional and statutory obligations for accountability and transparency, provided a negative opinion in providing such information violating the citizen's right to information guaranteed under the RTI Act, frustrating the purpose of the Registration Rules and the RTI Act and damaging the spirit of ensuring and guaranteeing their transparency and accountability in all spheres including the people, which is unfortunate and hence, is deprecated.

In view of the above, we find substance in the submissions made by the learned advocate for the petitioners and merit in the Rule.

In the result the Rule is made absolute without any order as to costs.

The impugned decision/order dated 16.07.2014 issued by the respondent No. 1-Information Commission in Complaint No.57/2014 (Annexure- N-1) affirming the decision/order dated 22.10.2013 passed in Complaint No. 97/2013 directing the respondent No. 2-Election Commission to seek consent/opinion from the respective political parties with respect to disclosure of their annual audited reports to the petitioner No. 1 is hereby declared to have been passed without any lawful authority and is of no legal effect.

Communicate this judgment at once."

**তথ্য অধিকার আইনের ৭ (দ) উপধারা অনুযায়ী কতিপয় ব্যক্তিগত তথ্যঃ**

সরকারি অফিসে কোন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত দপ্তরে দাখিলকৃত কাগজপত্র পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে গণ্য হলেও বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ (দ) উপধারা অনুযায়ী কতিপয় ব্যক্তিগত তথ্য যেমনঃ Bankers Book Evidence Act,1891 অনুসারে কোন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের তথ্য, Income Tax Ordinance, 1984 অনুসারে কোন ব্যক্তির আয় ব্যয়ের হিসাব, সম্পদের হিসাব, ইত্যাদি উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইনের ৯(৮) উপধারা অনুযায়ী এই ধরনের তথ্য ৩য় পক্ষের গোপনীয় তথ্য বিধায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত বিবেচনায় নিয়ে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে জনস্বার্থের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে যাচিত তথ্য প্রকাশ করাই বিধেয়। তাছাড়া অন্য কোন আইনের আওতায় কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য তলব করা হলে ও আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হলে তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক।

# তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: জনগণের ক্ষমতায়নের আলোকবর্তিকা

**বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন ছিলেন সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পক্ষে। অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সোচ্চার। জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর ব্রত। এজন্য জেল জুলুম সয়েছেন তিনি। মৃত্যুকে করেছেন আলিঙ্গন। এর মাধ্যমেই বাংলার নিগৃহীত বাঙালি জনতাকে সঙ্গে নিয়ে জনতার অধিকার জনগণকে উপহার দিয়েছেন। শৃঙ্খলিত বাঙালি পেয়েছে মুক্তির দিশা, লাভ করেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী অতি অল্প সময়ে যুগান্তকারী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন। বিজয় অর্জনের এক বছরের মধ্যেই তাঁর নির্দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালের ০৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত ও পাস হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়। এ সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে জনগণকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৭ম অনুচ্ছেদঃ-জনগণের অধিকার বাস্তবায়নে এ সংবিধানই রক্ষাকবচ এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণে অন্য কোনো আইন এর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সে আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, ততটুকু বাতিল হবে। শুধু তাই নয় তাঁর প্রাণপ্রিয় জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন পাস করেন। আর সংবিধানের  সপ্তম ও ঊনচল্লিশ অনুচ্ছেদকে সমুন্নতকরত পিতার আদর্শকে বেগবান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে পাস করেন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। জাতির পিতার এ অনবদ্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ২০১৭ সাল থেকে এ দিনকে( ১৪ ফেব্রুয়ারি) প্রেস কাউন্সিল দিবস হিসেবে পালন করছে। এ দিনের গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রেস কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

গণমানুষের অধিকার সুসংহত করতে বঙ্গবন্ধু এ সময়ে প্রয়োজনীয় আইন পাস করেছেন। তাঁর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা ’প্রতিষ্ঠার মন্ত্রই ছিল ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করে কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ও সামরিক আইন জারি করে। এতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের গতি সাময়িক স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু মহান খোদার মেহেরবানিতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অসীম ধৈর্য্য ও ত্যাগ, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও কঠোর দেশপ্রেমের সামনে এ প্রতিবন্ধকতা মোমের মতো গলে যায়। সর্বপ্রথম এ বাংলায় তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার ফলে জনগণের নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায় জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারে জনগণের উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। জনগণ তথ্য পেলে তথ্য যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। অন্যদিকে সরকারি দপ্তরসমূহে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। দেশ অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের পানে এগিয়ে যাবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(এমডিজি) পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট(এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে ১৭টি বিশ্বজনীন অভীষ্টের মধ্যে ১৬৯টি সূচক নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে অভীষ্ট-১৬.১০ এ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এসডিজি অর্জনে এ আইনটি বাংলাদেশে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

প্রেস কাউন্সিল আইনের ১১(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়। প্রেস কাউন্সিল প্রণীত সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি-৪ অনুযায়ী সাংবাদিকগণ প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে জনগণকে নির্ভুল তথ্য সরবরাহে তথ্য অধিকার আইনে সাংবাদিকদের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগুরুত্ব পেতে সাংবাদিকগণ অধিকার মোতাবেক সরকারি দপ্তর থেকে অতি সহজে তথ্য পেতে পারেন, যা বিশ্লেষন ও যাচাইকরত তাঁরা তাদের মিডিয়াতে প্রকাশ ও প্রচার করেন। এতে ক্ষমতার মূল মালিক জনগণের নিকট সঠিক তথ্য প্রাপ্তি আরো সহজ হয় এবং জনমত গঠনে এটি একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা হলো তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেয়া। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ১৯৭৪ এর ১২(২)(জে) ধারায় উল্লেখ রয়েছেঃ " সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।" প্রেস কাউন্সিল আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেস কাউন্সিল বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর ও কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট ৩৯০ জন সাংবাদিককে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করে তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলি সম্পর্কে অবহিত করেছে, যা সাংবাদিকদের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরীতে সহায়ক হচ্ছে। আগামীতে এ ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। এ বছর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে যা প্রেস কাউন্সিলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য হ্যান্ডবুক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রেস কাউন্সিল, তথ্য কমিশন এবং প্রেস ইনস্টিটিউটের একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচিত সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করেন বিধায় জনসম্পৃক্তির বিষয়টি তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। জনসম্পৃক্তির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে মনে হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ আইনের প্রচার ও প্রসারে সাংবাদিকদের মধ্যে অবহিতকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। কেননা টেকসই উন্নয়নে সুশাসন নিশ্চিত হবে। আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশ এগিয়ে যাবে জাতির পিতার স্বপ্নের দর্শন 'সোনার বাংলা' গঠনের অভিপ্রায়ে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

# তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

**সুদত্ত চাকমা**
(সরকারের সচিব পদ মর্যাদায়)
সচিব
তথ্য কমিশন

সংবিধানে বর্ণিত অন্যতম মৌলিক অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ণ এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণের দোরগোড়ায় এই আইনকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হলো:-

- জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এবং বহিঃবিশ্বের সাথে Online এ যোগাযোগ রক্ষার জন্য কমিশন একটি Web Portal নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনে সার্ভার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের www.infocom.gov.bd এই ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে যে কেউ তার প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন।

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বলিত পুস্তক, পকেট সংস্করণ, ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার, তথ্য অধিকার সহায়িকা, বুকলেট, লিফলেট, ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অবহিত করার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতেও এই আইনটি প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই আইনের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, টিভি ফিলার, গান ও নাটিকা নির্মাণ করা হচ্ছে।

- তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জন জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদে আরো ২৭৬টি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

- জনগণকে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ৪২,২৫৪ (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত চুয়ান্ন) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্যাদির ডাটাবেজ তৈরি করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৮টি উপজেলায় ৪৯৭ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (১৯ টি উপজেলায় ২য় পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে) ।

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট-৪৬,৭৪৩ (ছেচল্লিশ হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২০১৬ পর্যন্ত প্রধান তথ্য কমিশনারগণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া BLAST, নিজেরা করি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নাগরিক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি এনজিওর সাথেও আলোচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে আইনটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে এবং ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতঃমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তদানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- ২০০৯ সাল থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৭৩২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৮৩ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২১৬৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে:

  ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি
  খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি
  গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

- বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট-(www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৪৪,৪৫৫ জন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

- তথ্য কমিশন ২০১৮ সালে প্রথম দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনে। ভিডিও কনফারেন্সের

মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে এবং অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন/অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময়/ফলোআপ সভা করছে।

- তথ্য কমিশন এটুআই, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ডিনেটের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়াড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন ও রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড, a2i, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান FNF, ডিনেট, টিআইবি এর সাথে তথ্য কমিশন MOU স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেপালের জাতীয় তথ্য কমিশনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে।

- ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাশ হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২০১৪ সাল হতে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হয়ে থাকে। সকল জেলায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও সমন্বয়ে ঢাকায় এবং জেলা প্রশাসকগণের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে বর্নাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করা হয়, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এর প্রতিপাদ্য, স্লোগান প্রভৃতি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় এবং জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের ব্যানার, ফেস্টুন প্রচার করা হয়।

## বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশ ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশ করে এবং তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পেশ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ পেশ করেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এ সময় তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গভবন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

## আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম উদ্বোধন

গত ০৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক কর্মশালায় আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ডক্টর আবদুল মালেক (বর্তমানে তথ্য কমিশনার), তৎকালীন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এবং সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান।

চিত্র: আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি

## ‘তথ্য অধিকার আইনের এক দশক’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইনের দশক পূর্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণের সাথে ‘তথ্য অধিকার আইনের এক দশক’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

তথ্য অধিকার আইনের এক দশক শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ায় বিষয়টি ২০২১ সালে চূড়ান্ত রিভিউ হবে। তবে আমাদের এ অর্জন ২০২০ সালের মধ্যে হয়ে যাবে, তবে ৩ বছর পর্যন্ত এ পর্যবেক্ষণ চলবে এবং ইইউ ২০২৭ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করবে। এই গ্র্যাজুয়েশন, পার্সপেকটিভ প্ল্যান ২০৩০ এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের গতানুগতিক মনমানসিকতা হতে বের হয়ে আমাদের খোলা মনমানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে এবং এই তিনটি বিষয় অর্জনের জন্য আমাদের তথ্যের আদান-প্রদান করতে হবে।

সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ বলেন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করে অর্জিত সাফল্য ও বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র সভায় তুলে ধরেন। একইসাথে এই আইনের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে এর সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সকলের নিকট প্রত্যাশিত বিষয়সমূহ ব্যক্ত করেন।
জনাব মরতুজা আহমদ বলেন, সারাদেশে তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি, সম্পদের সুষম বন্টন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা প্রদান, সামাজিক

নিরাপত্তা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করবে। সকল স্তরে কার্যকর ও জবাবদিহিতাপূর্ণ, সংবেদনশীল এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ সহজ হবে। সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি হ্রাস করে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্র সুসংহত হবে। প্রতিটি স্তরে দায়িত্বশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হবে। তথ্য অধিকার আইন এসডিজি সহ সরকারের ভিশন ২০২১, ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এ পৌঁছানোর বাহন হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে পরশ পাথর হবে এই আইন।

স্ব স্ব সেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তথ্য অধিকার আইনকে আবশ্যিকভাবে ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে চর্চা করা এবং স্ব স্ব পরিমণ্ডলে ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার আহবান জানান প্রধান তথ্য কমিশনার।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। তিনি বলেন, ২০৪১ সালে আমাদের উন্নত দেশে উন্নীত হবার কথা। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই হবে না বরং জাতি গঠনে মন মানসিকতা তথা নৈতিক উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য তথ্য অধিকার আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কারণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হলেই সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন।

তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও  জবাবদিহিতা নিশ্চিত, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এই আইন পাস করে যা অত্যন্ত কার্যকর ও জনবান্ধব একটি আইন। বর্তমানে এই আইনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে এবং জনগণ এর সুফল পাচ্ছে।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন তথ্য সচিব জনাব কামরুন নাহার। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: শাহ্ কামাল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আখতার হোসেন, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমীর রেক্টর বেগম বদরুন নেছা, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মো: আবদুল মান্নান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামান, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব কে.এম. আব্দুস সালাম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

## “অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার” শীর্ষক কর্মশালা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ঘোষণা অনুযায়ী “অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার” শীর্ষক প্রথম কর্মশালা গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৭-০৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন “অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩২ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়।

“৭ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের ফটোশেসন।

## নারী সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ও গভীরতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় উৎসাহিতকরণের জন্য সিলেট বিভাগের নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, সিলেটের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এবং বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি জনাব নাসিমুন আরা হক (মিনু)। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম।

২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে সিলেটে নারী সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

## বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

**তথ্য কমিশন ও এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:** তথ্য কমিশন ও এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। এটুআই এর পক্ষে এটুআই প্রজেক্টের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান পিএএ এবং তথ্য কমিশনের পক্ষে তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

তথ্য কমিশন ও এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমকে একসেবা সিস্টেমের আওতায় এনে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন, অভিযোগ দায়ের এবং অনলাইনের মাধ্যমে তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে সহায়তা করা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের উক্ত কাজে সহায়তা করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া, আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমকে ৩৩৩ কল সেন্টারের সাথে সংযুক্ত করা, ৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে সেবা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা, ৩৩৩ কল সেন্টারের এজেন্টদের উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্মারকের মেয়াদ স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

**তথ্য কমিশন ও টিআইবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:** স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিরোধ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব মোঃ তৌফিকুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে. আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান, উপপরিচালক (গ.প্র.প্র.) জনাব এ. কে.এম.তারিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

## তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৮টি উপজেলায় ৪৯৭ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (১৯ টি উপজেলায় ২য় পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

হবিগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও আরটিআই অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। সভায় সভাপতিত্ব করেন হবিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের পরিচালক জনাব জে আর শাহরিয়ার, উপপরিচালক জনাব এ কে এম তারিকুল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব ফজলুল হক, জেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বরিশালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও আরটিআই অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম বিষয়ক অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

## আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দুই দিনব্যাপী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে প্রেস কনফারেন্স, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; টেলিভিশন ও বেতারে টকশোসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে র‌্যালি, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তথ্য মেলা, ডিজিটাল পোস্টারে প্রচার, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, সড়ক ডেকোরেশন ও সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার ইত্যাদি। এ বছর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুঠোফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ৫২৮৬ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সকাল ১০ ঘটিকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কনফারেন্স হলে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে প্রেস কনফারেন্সে তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে প্রেস কনফারেন্সে তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, প্রধান তথ্য অফিসার জনাব সুরথ কুমার সরকার, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম এবং প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সাইফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর।" ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ

বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করে। দিবস উপলক্ষে ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক দুই দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সারাদেশে ১৭ টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে রেডিও ম্যাগাজিন ও টকশো আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ এর স্লোগান ছিল 'তথ্য পাবে জনগণ, তথ্যে সবার উন্নয়ন'। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ৯.১৫ ঘটিকায় তথ্য কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ হতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে মাননীয় মন্ত্রীসহ ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়; জনাব মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন; জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন; সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস- ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। র‍্যালিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে আগত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। উক্ত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সাবেক জনপ্রশাসন সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম, চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: আবদুল মান্নান (বর্তমানে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সাবেক তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সাবেক জনপ্রশাসন সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজান উল আলম এবং তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মো: তৌফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২০১৯ সালে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত ২০১৯ সালে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী তিনটি কমিটি {অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি} এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা এই সাতটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক সর্বমোট ১৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কণ্ঠশিল্পী সাব্বিরের কণ্ঠে "যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা" সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কণ্ঠশিল্পী লুইপার কণ্ঠে লালন সঙ্গীত ধন্য ধন্য বলি তারে পরিবেশিত হয়। সাব্বির ও লুইপার যৌথ কণ্ঠে পরিবেশিত হয় নোঙর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো। সৈয়দা শায়লা আহমেদ লীমার পরিচালনায় "বুকের ভিতর আকাশ নিয়ে একটাই আছে দেশ, গর্ব করে বলতে পারি নাম যে বাংলাদেশ" গানের শিরোনামে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্য পরিবেশিত হয়। সর্বশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউটের মোঃ মনিরুল ইসলামের পরিচালনায় তথ্য অধিকার বিষয়ক গম্ভীরা পরিবেশিত হয়।

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এমপি, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*সহ অন্যান্য অতিথিগণ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত তথ্য কমিশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্টল পরিদর্শন করেন। এবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য কমিশন, টিআইবি, এমআরডিআই, এমজেএফ, কার্টার সেন্টার, ডিনেট, দিশা, আইন ও শালিশ কেন্দ্র, বিএনএনআরসি, ব্র্যাক ও সুপ্র স্টল দেন।

# তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে এবং নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। ২০০৯ সাল থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৭৩২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৮৩ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২১৬৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেখানে আইনানুযায়ী কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) প্রদান করা হয়। বর্তমান করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তথ্য কমিশন। ২৭ জুলাই, ২০২০ থেকে তথ্য কমিশনে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ চলমান রয়েছে।

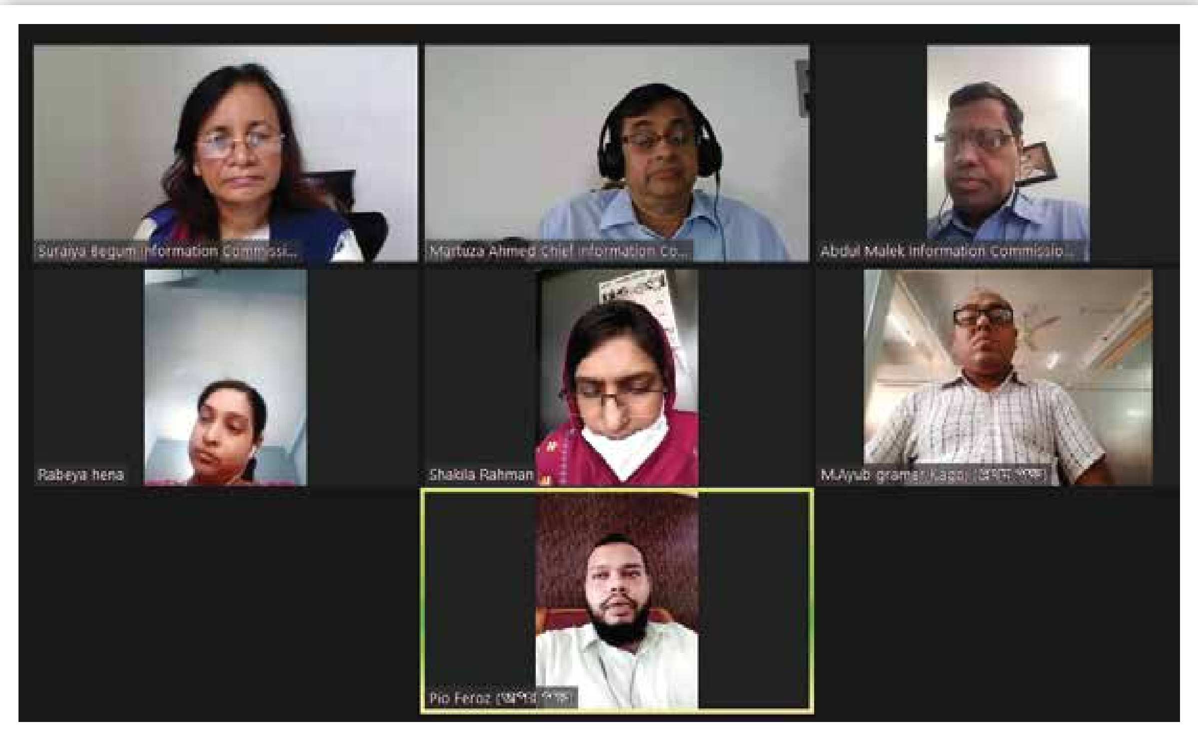


ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে তথ্য কমিশনে শুনানী গ্রহণ। শুনানী করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এবং তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

# বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন

**ড. মোঃ আঃ হাকিম**
পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)
তথ্য কমিশন

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। বাংলাদেশে এ বছর বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারনে ইউনেসকো ঘোষিত থীমের (Access to Information in Times of Crisis) সাথে মিল রেখে তথ্য কমিশন কর্তৃক এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

"তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার।"

এ বছরের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে:

"সংকটকালে তথ্য পেলে
জনগণের মুক্তি মেলে।"

সুতরাং বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল আলোচনা সভা/ওয়েবিনার, ডিজিটাল প্রচারণা, টিভিসি/টিভি টেইলপ প্রচার, স্টিকার বিতরণ, ভার্চুয়াল বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতাসহ ওয়েব-বেইজড প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইনের সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। আমরা জানি, যেকোনো দুর্যোগ কিংবা সংকটকালীন সময়ে মানুষের তথ্য লাভের প্রয়োজন হয়।

**তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক ভিত্তি:**

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১৭-এ (General Assembly Resolution 217A) নং রেজুলেশনের মাধ্যমে 'The Universal Declaration on Human Rights'- অনুমোদিত হয়। এই রেজুলেশনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা' এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে' মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নাগরিকদের তথ্য অধিকার চর্চা আর্ন্তজাতিক ভিত্তি রচিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'International covenant on Civil and Political Rights, 1966' নামে একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রটোকলের ১৯ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতাসহ বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ১৯(২) উপানুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে তথ্য লাভের অধিকারের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। উল্লিখিত দুটি ডকুমেন্টে বাংলাদেশ 'Universal Declarationon Human Rights' 1948 (UDHR)- এ ১২ এপ্রিল ২০০৬ এবং 'The International Covenant on Civil and Political Right' (ICCPR)- এ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে অনুস্বাক্ষর করে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়।

**আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস:**

২০০২ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী 'International Right to Know Day'- পালন করা হবে। এই সোফিয়া ঘোষণার পর থেকে আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের নেতৃত্বে প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে 'International Right to Know Day' হিসেবে উদযাপিত হতে থাকে। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাসের পর ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' পালিত হয়।

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন:**

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৫ সালের সিদ্ধান্ত (রেজু-৩৮ সি/৭০) অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে দিবসটি 'International Day for Universal Access to Information (IDUAI)' নামে উদযাপন করা হয়। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিবসটিকে 'International Day for Universal Access to Information' হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশে তথ্য কমিশন ২০১৬ সাল থেকে দিবসটিকে বাংলায় 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' হিসেবে প্রতি বছর দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে উদযাপন করে আসছে।

**বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন:**

বাংলাদেশে "প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ"- এই ধারনা থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯ সালের ১ জুলাই তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে, দল ক্ষমতায় আসলে তথ্য অধিকার আইন পাস করা হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনেই ২০তম আইন হিসেবে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তথ্য কমিশন গঠন না হওয়ায় আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারা স্থগিত থাকে। ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে সরকার কর্তৃক তথ্য কমিশন গঠন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার ও দুইজন তথ্য কমিশনার নিয়োগ দেয়ার সাথে সাথে সারাদেশে ঐ দিন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্মকর্তা নিয়োগের মধ্য দিয়ে আইনটি পুরাপুরি কার্যকর হয়। ১ জুলাই ২০০৯ আইনের কার্যক্রম শুরু হলে ২০১৯ সালের ৩০ জুন আইনের এক দশক পূর্ণ হয়। সুতারং ২০১৯ ছিল বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দশম বছর।

**তথ্য অধিকার আইনের প্রচার:**

তথ্য কমিশন তার যাত্রালগ্ন থেকেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুতে থাকে এবং সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। আইনটি প্রচারের জন্য সারাদেশে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষক, সংবাদকর্মী, এনজিওকর্মী এবং সুশীল সমাজের সদস্যদেরকে আইনের উপর অফলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ইতোমধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় এবং ৪৭৮টি উপজেলায় জন অবহিতকরণ সভা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে।২০১৮-২০১৯ সালে তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রেনিংয়ের গতি বৃদ্ধি পায় এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৫৫ হাজার কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ২০১৯ সালে সাংবাদিকদের জন্য 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বেতারের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের উপর সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'লাইভ ফোন ইন', বেতার টেলিভিশনে টক-শো, তথ্য অধিকার আইনের উপর টিভিসি নির্মাণ,ডিজিটাল ডিসপ্লে-বোর্ড, পটগান, গম্ভীরা ইত্যাদির মাধ্যমে আইনটির ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জনগণ যাতে অনলাইনে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে তা মনিটরিংয়ের জন্য তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টের চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইনটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন মত বিনিময় সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে এর স্টেক-হোল্ডারদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

এ ছাড়া তথ্য কমিশন আইনের প্রচার এবং প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশনা কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২, তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪, ব্যবহারকারী নাগরিকদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা, কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা ইতাদি প্রকাশ করে। আইনের প্রচার

বৃদ্ধির জন্য তথ্য কমিশন প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করে আসছে। এই দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারঃ**

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা মতে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী নাগরিকগণ নির্ধারিত ফরমে তথ্যের জন্য আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের ৯ ধারা অনুসরণ করে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্যের সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে সেক্ষেত্রে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্যটি কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত, গ্রেফতার অথবা কারাগার হতে মুক্তি সংক্রান্ত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৪ ঘন্টার মধ্যে তথ্যটি সরবরাহ করবেন। এই আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী তথ্যটি সরবরাহযোগ্য নাহলে অথবা তথ্যটি অফিসে সংরক্ষিত না থাকলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট একটি অপারগতার নোটিস প্রেরণ করতে হবে। আইনের ২৪ ধারা মতে আবেদনকারী দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, কিংবা নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিবেন। এই সময় অতিক্রান্ত হলে অথবা আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে আপীলকারী আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সুতরাং উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক কর্তৃপক্ষের ইউনিটগুলি থেকে তথ্য লাভের অধিকার রাখেন।

**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতাঃ**

মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার এর নেতৃত্বে ‘আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ’ নিয়মিত সভায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তদারকি করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটিকে দায়িত্বপ্রদান ও তদারকি। বিভাগীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে ‘তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি’, জেলা প্রশাসকগণের নেতৃত্বে ‘তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি’ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নেতৃত্বে ‘তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কাজ করছে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবদান ও অভিভাবকত্ব অনস্বীকার্য। ইতোমধ্যে গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা প্রধানগণের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং বাংলাদেশে তথ্য অধিকার চর্চা সরকারের নেতৃত্ব ও সহযোগিতায় আরও গতিশীল হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিওসমূহ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। সুশীল সমাজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সচেতন নাগরিক সমাজ এগিয়ে আসলে তথ্য অধিকার আইন জনগণের কল্যাণ সাধনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, সে প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়।

# Right to Information: Misinformation or disinformation is a matter of life and death in public health crisis.

**Mohammad Golam Kabir,**
Deputy Secretary,
PS to Chief Information Commissioner

To take a good decision it requires accurate and good information. A misinformation and disinformation is not good information. Misinformation and disinformation are both, at their core, incorrect information. However, the motivation for sharing the content and the actors who share it are very different. Misinformation sometimes refers to an “honest mistake”. Disinformation, by contrast, is deliberately wrong and spread tactically. It is explicitly intended to cause confusion or to lead the target audience to believe a lie. Disinformation is a tactic in information warfare.

False and misleading health information about a range of diseases have been circulating widely on newspapers, electronic media, internet and specially social media for several years creating threat to public health as it spreads rapidly and effectively. These disinformation campaigns can be deliberate and require collective and individual efforts to avoid the danger they represent. In other cases, the spread of misleading advice is simply due to the fact that people do not know where to find correct data and facts. Now in the world as well as Bangladesh with the coronavirus pandemic, the dissemination of fake news and the associated risks have reached a new dimension.

As early as 2 February 2020, World Health Organization (WHO) reported an ‘infodemic’ with situation report-13 about the coronavirus that makes it difficult for people to find reliable guidance and take the appropriate measures, without resorting to panic or falling into complacency. The uncertainty and fears caused by the lack of knowledge of the disease, as well as by the measures of social distancing used to contain it, mean that this threat to public health is potentially even higher. People were uncertain about the carrier and the medium to spared out the coronavirus. Faced with their own particular set of health challenges with regard to the coronavirus, such as a weakened immune system, patients living with cancer and other non-communicable diseases have a particular need for accurate information. False information not only is misleading and fuels anxiety but is also potentially dangerous when it suggests prevention measures or cures that are dangerous to a person’s health.

### What an Organization can do to deliver information?

Specifically in the case of covid-19, more information needs to focus on the spread of the virus, the risks associated with contracting it, and why people should comply with the recommendations even if the numbers of cases are low where they are. Particularly

with covid-19, not enough people understand the reason for social distancing and mask wearing is to prevent disease spread even if his/her disease will be mild in their case or if their relative risk is low.

Organizations need to have a robust communications surveillance strategy in place for future crises. Ultimately, there are a few ways professionals conveying formal recommendations can develop and maintain trust:

- Understanding their audiences (class, age, risk, communication style) and tailoring the message to reach them. This might mean using platforms like social media to impart facts and resources.
- Communicating uncertainty clearly—saying that not all information is available is more effective than speculating or making claims.
- Not over- or under-reassuring, but simply laying out risk and potential consequences with the appropriate tone.
- Providing numbers, context, history, and changes to procedure in a timely and straightforward fashion, which can help bolster trust.
- Telling people what they can do and how they can act to keep themselves and others safe.
- Watching social media: understanding what questions and knowledge gaps are coming up and strategizing how to counter myths and threats actively.

**What an individual can do to stop misinformation and disinformation?**

Aside from abiding by government instruction there are ways for people to adapt to the situation and connect with others. Social media can also allow a person to stay in touch with family and friends, help out those who are in need during the pandemic, and have much-needed connection during a time when isolation and stress are high.

- Be aware about social media information.
- Cross check about the information gathered with other sources.
- Follow the government rules and instruction.
- Take expert opinion.

A need for accurate information (including well-reported journalism) is more important than ever as is an understanding attitude about formal recommendations that may sound extreme but clearly come from an interest in prevention. People can also stop the spread of incorrect information when they see it. In other words: social distancing prevents the spread of the disease. Distancing from misinformation and disinformation prevents the spread of falsehoods.

# তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার

**হাসিবুর রহমান ও হামিদুল ইসলাম হিল্লোল**
তথ্য অধিকার কর্মী

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে; দুর্নীতি হ্রাস পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বোপরি দেশে সুশাসন সংহত হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাসের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার আইনি কাঠামো পেয়েছে। এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করবে।

এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন অনেকগুলো বিষয়ের উপর  নির্ভর করে। যেমন তথ্যের চাহিদাকারী ও তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষের সচেতনতা, চাহিদাকারী পক্ষের তথ্য চাওয়ার আগ্রহ, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, জনগণের সক্রিয়তা, সরকার, তথ্য কমিশন ও নাগরিক সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

এসব বিষয়ের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যরকম গুরুত্ব বহন করে। তাই জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে অবধারিতভাবেই যথাযথ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়টি এসে যায়। এটি তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং এই বিবেচনাতেই তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫ এ তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

*(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।*

*(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।*

*(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।*

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৫ এর উপধারা ৩ অনুসারে তথ্য কমিশন "তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০" জারী করেছে। এই প্রবিধানমালার মাধমে তথ্য সংরক্ষণের নানা দিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবিধানমালায় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অনুসরণীয় পদ্ধতি, তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস, তথ্য সূচিকরণ পদ্ধতি, তথ্য মুদ্রণ, তথ্য সংরক্ষণ, বাছাই ও বিনষ্টকরণ, তথ্যের প্রতিলিপি তৈরী, তথ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব, তথ্য ব্যবস্থাপনা, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, ই-মেইল এর ব্যবহার, ওয়েবসাইট এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে।

আমাদের প্রচলিত তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অতি পুরানো। তথ্য সংরক্ষণের যে সনাতন চর্চা আমাদের দেশে, তাতে তথ্য কেবল জমতেই থাকে। সনাতন তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এই চ্যালেঞ্জকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সনাতনি তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পুরাতন তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন ও ঝামেলাপূর্ণ। এই কারণে অনেকসময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানকে ঝামেলাপূর্ণ মনে করেন এবং তথ্য প্রদানে গড়ি-মসি করেন।

সচিবালয় নির্দেশমালা এবং "তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এ তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করার কথা বলা হয়েছে এবং কোন শ্রেণির তথ্য কত দিন সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে।

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তথ্য বিনষ্ট করার বিধান এবং তার পদ্ধতিও বিস্তারিতভাবে সেখানে বলা আছে। কিন্তু আমাদের দাপ্তরিক চর্চায় তথ্য বিনষ্ট করার উদ্যোগ নেই বললেই চলে। ফলে বছর-বছর ধরে কাগজের পাহাড় জমছে, যা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি খুঁজে বের করার কাজটি কষ্টকর ও ঝামেলাপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তথ্য সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবী। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর তৃতীয় অধ্যায় এবং "তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর চতুর্থ অধ্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে তথ্য/নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, তথ্য/রেকর্ড সংরক্ষণ, ওয়েবসাইটের ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালার একই অধ্যায়ে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনায় বিষয়েও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবহার শুরু হয়েছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এটি যথাযথভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। সরকার ধারাবাহিকভাবে ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবহারের ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এ বিষয়ে আরো দ্রুত ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আরও বিস্তারিত সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান আবশ্যক ।

বর্তমান বিশ্বে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য সবচাইতে গ্রহণযোগ্য, কার্যকর ও উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইটের ব্যবহার সর্বোতভাবে সমাদৃত। ওয়েবসাইট একইসাথে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ডিজিটাল মাধ্যম। সচিবালয় নির্দেশমালায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ওয়েবসাইট থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধান অনুসারে তথ্য সংযোজনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য আদান প্রদানের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয় থেকে অধস্তন দপ্তরসমূহ পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাটফর্মে ওয়েবসাইট গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালার ১৭ অনুচ্ছেদে ওয়েবসাইটের ব্যবহার বিষয়ে বলা আছে।

বাংলাদেশ সরকারের একটি জাতীয় তথ্য বাতায়ন রয়েছে যেখানে সরকারের সকল স্তরের দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট সংযুক্ত রয়েছে। জাতীয় তথ্য বাতায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথে একটি মাইলফলক। আগেই বলা হয়েছে, ওয়েবসাইট একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণের কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাই জাতীয় তথ্য বাতায়ন জনগণের কাছে তথ্য পৌছে দেয়ার পাশাপাশি একটি জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা তৈরী করা। সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয় এবং তাদের অধিনস্ত/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা রয়েছে। এইভাবে সবার জন্য "স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা" প্রণয়ন করার মাধ্যমে অন্যান্য বিধানের পাশাপাশি জাতীয় তথ্য বাতায়নের অধীন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের ওয়েবসাইটকে তথ্য ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যায়।

আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ একটি যুগোপযোগী তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে এগিয়ে নেয়া। সেটা শুধু অধুনা সৃষ্ট তথ্যের ডিজিটালাইজেশন দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য এতদিন সনাতন পদ্ধতিতে জমে থাকা সংরক্ষণযোগ্য সব তথ্য ডিজিটালাইজড করে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা। এটি একটি বড় কর্মযজ্ঞ। এর জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আবশ্যক তেমনি প্রয়োজন বাজেট বরাদ্দ। শুধু পুরানো তথ্যের ডিজিটালাইজেশন নয়, ডিজিটালি তথ্য সংরক্ষণের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন ব্যতিত তাকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব নয়।। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করলে তা তথ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করবে, তথ্যকে সুরক্ষিত করবে এবং প্রয়োজনে তথ্য খুঁজে বের করা সহজ হবে। সরকার ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলেও তা এখনো কাংখিত মাত্রা অর্জন করেনি। নাগরিকের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবী।

কোভিড-১৯: তথ্যে প্রবেশাধিকার

# গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন বাঁচানো, বিশ্বাস সৃষ্টি করা, আশা জাগানো এবং জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিও

**এ এইচ এম বজলুর রহমান**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন

কোভিড-১৯ মহামারী সত্ত্বেও প্রতি বছরের মতো এবারো ২৮শে সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সর্বজনীন তথ্যে প্রবেশাধিকার দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মান্যবর শেখ হাসিনা কমিউনিটি রেডিও চালু করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এ দিন বদলের সনদ'র ১৯.১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্থানীয় ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালুর উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি রেডিও একটি শক্তিশালী জনপ্রিয় মাধ্যম। 'তথ্যে প্রবেশাধিকার- জীবন বাঁচানো, বিশ্বাস সৃষ্টি করা, আশা জাগানো'!' দিবসের এই স্লোগানটি তথ্যে প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত ভাল অনুশীলন এবং নির্দেশনাগুলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পাশাপশি সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য দারিদ্র দূর করা ও কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর সুদৃঢ় করার জন্য পল্লী অঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। কমিউনিটি রেডিও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে করোনা মহামারীর প্রভাব হ্রাস করা, জীবন রক্ষা করা এবং টেকসই নীতিমালা তৈরিতে তথ্যের গুরুত্বকে তুলে ধরছে ।

কোভিড-১৯ বাংলাদেশে আঘাত হানার পূর্বেই কমিউনিটি রেডিওগুলো এই বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পাওে, সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতিগুলোর মধ্যে ছিলো প্রতিটি স্টেশন থেকে একজন করে কোভিড-১৯ ফোকাল নির্ধারণ ও দায়িত্ব প্রদান। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি রেডিওগুলোর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার জন্য তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। উদ্দেশ্যগুলো ছিলো:

নাগরিক সমাজ, সরকার, স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানকারী ও জনসাধারণের সম্মিলিত সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ, জনসাধারণের জীবন জীবিকা স্বাভাবিক ও সচল রাখার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। সরকার, নাগরিক সমাজ, স্থানীয় বাজার ও জনগণকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়ে কাজ করা। তথ্যে প্রবেশাধিকার নাগরিকদের সংকটকালীন সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন: ভ্রমণ, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন পালন, ভাইরাস পরীক্ষা করানো, চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা বা প্রণোদনা প্রাপ্তি সহজলভ্য করে।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত কোভিড-১৯ সম্পর্কে রেডিও অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করছে। স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করে এসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে।

রেডিও অনুষ্ঠানের মূল বিষয়গুলো হলো- কোভিড ভাইরাস কি? কিভাবে সংক্রমণ রোধ করা যায়, লক্ষণ, পূর্ব সতর্কতা, জন-সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধে করণীয় পাশাপাশি আইইডিসিআর এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত কোভিড-১৯: কৌশলগত প্রস্তুতি ও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্য প্রদান।

তথ্যে প্রবেশাধিকার, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন বাঁচানো, বিশ্বাস সৃষ্টি করা, আশা জাগানো এবং জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিওগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭০ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের

মধ্যে রয়েছে- পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট (পিএসএ), কথিকা, স্পট, জিঙ্গেল, নাটিকা, আলোচনা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও সাক্ষাতকার ইত্যাদি। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংক্রমণ কিভাবে ছড়ায়, সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণসমূহ প্রচার করা হচ্ছে।

**অভিযোজন অধ্যায়:**

১লা জুন থেকে শুরু করা হয়েছে করোনা অভিযোজন পর্যায়। বর্তমান নতুন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য অভিযোজন বা পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। এখন কমিউনিটি রেডিওগুলোর প্রচারণার প্রধান বিষয় সম্মিলিতভাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ। পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন ও মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবায় সাধারণের প্রবেশাধিকার সহজতর করা। তথ্যের মহামারি অর্থাৎ গুজব ও অপপ্রচার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সহনশীল জন-জীবন ও জীবিকা সচল রাখা।

সংকটের সময় তথ্য জীবন বাঁচায়। কোভিড-১৯ এর মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি জনগণের কাছে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান অনেক জরুরি। জনগণের কি করা উচিত এবং কোথায় গেলে কি সহায়তা পাওয়া যাবে তা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিটি রেডিওগুলো গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে ;

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন এবং সবার প্রতি ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিপাত করা। সম্প্রচারকারী ও অংশীজনকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সহনশীল অবস্থা তৈরির লক্ষ্যে অনুশীলন করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনের সার্বিক সুফল নিশ্চিত করা। গণমাধ্যমে কার্যকর প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তথ্যের মহামারি প্রতিরোধ করা। বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকা সহজতর করা ।

**সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিপাত করা**

দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর (যেমন নাপিত, ঝাড়ুদার, মুচি, কামার, জেলে, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ঝুঁকিতে রয়েছে এমন সম্প্রদায় ও সমাজের দৃষ্টিগোচরে না হওয়া মানুষসহ অন্যান্য দুর্বল সম্প্রদায়ের) জন্য ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টির মাধ্যমে অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সম্প্রচাকারীদের সাথে অনলাইন সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য ভবিষ্যতে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সেগুলো তুলে ধরা।

সংক্রামক এবং অ-সংক্রামক রোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার জন্য অসমতা এবং সমন্বয়হীনতা দূর করা। স্বাস্থ্যসেবার পদক্ষেপ সমূহকে সংবেদনশীল করা এবং উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সুশাসন আনয়ন ও এ বিষয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, আর্টস এবং গণিতের (স্টিম) উপর বহুমুখি পর্যায়ে পৌঁছানো এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক উপস্থিতির মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

**সম্প্রচারকারী ও অংশীজনকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো ও সহনশীল অবস্থা তৈরির জন্য অনুশীলনে গুরুত্ব**

রিস্কিলিং, আপস্কিলিং এবং ডিস্কিলিংয়ের মাধ্যমে ফেসবুক, ইউটিউব এবং টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিতি ও কোভিড-১৯ মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলির অনলাইন সম্প্রচার জোরদার করা। অংশীজনদের মাঝে অনুষ্ঠান তৈরির পূর্ব এবং সম্প্রচার পরবর্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরির জন্য সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। আচরণগত পরিবর্তন, সৃজনশীল এবং নতুন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং দুর্যোগের উপর সমন্বিত কর্মসূচি তৈরি করা। অভিযোজনের মাধ্যমে ভবিষ্যত আঘাতগুলোকে সহনশীল পর্যায়ে রাখা যায় এবং সে বিষয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনের সার্বিক সুফল নিশ্চিত করা**

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রচারের জন্য স্থানীয় চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান এবং স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া। প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করা। নাগরিকদের

জীবন-যাপন এবং গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী, মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। সরকার, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং অংশীজনদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীতার উপর অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা। একাধিক পরস্পর সংযুক্ত ও বহুমুখি (অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক দিক এবং সহিংসতা মুক্ত পরিবার) বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা।

গ্রামীণ জনগণের আয়ের প্রবাহ সচল রাখার জন্য অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা (ইতিবাচক এবং নেতিবাচক) এবং গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার। কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার। শারীরিক উপস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিকে ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষে স্থানান্তর করা।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে তথ্যের মহামারি প্রতিরোধ করা। বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকা সহজতর করা।**

মাল্টিমিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গতানুগতিক ভুল ধারণা, গুজব ও অপপ্রচার বিস্তার রোধ করার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার। জনগণের আয়ের পথ রুদ্ধ ও ব্যাহত করার বাধাগুলি দূর করার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি, শিক্ষা, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাবার ব্যবস্থা করা। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার (ফেসবুক, ইউটিউব, ইমো, ভাইবার ইত্যাদি) কৌশলগত ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের প্রবেশাধিকার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অসমতা রয়েছে তা দূর করা। গ্রামীণ জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে অনলাইন এবং স্টুডিওভিত্তিক সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করা।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি অন্যতম প্রধান উৎস। পাশাপাশি, নাগরিক সমাজ, সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা। জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে মনোভাব পরিবর্তনে জনসচেতনতা সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য প্রদান। এই দ্বিমুখী যোগাযোগের সুযোগে শ্রোতারা ক্ষুদেবার্তা ও ফোনকলের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে থাকেন। জেলা ও উপজেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটিগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা. স্থানীয় ভাষায় তৈরি ও সম্প্রচার করা হচ্ছে ।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণার ফলে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর ফলে জনমনে এ বিষয়ে যে আতঙ্ক ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে এবং জনসাধারণ প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এখন জনসাধারণ কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তারা এ সম্পর্কে তথ্য পেয়ে সচেতন হচ্ছে। কমডিনিটি রেডিওগুলোর প্রচারের ফলে গুজব এবং মিথ্যা তথ্যের প্রচার কমেছে এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে কমিউনিটি রেডিওগুলো বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কাছে একটি বিশ্বস্ত তথ্যের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য প্রাপ্তি জীবন-মরণের বিষয় হতে পারে, পল্লী অঞ্চলের জনগণ এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

সাধারণ জনগণের তথ্য পাওয়ার এবং তা কাজে লাগানোর অধিকার সমুন্নত রাখা টেকসই উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কারণে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত নারী, পুরুষ এবং শিশুদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে বর্তমানে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমুহের সাথে সাধারণ জনগণের একধরনের যোগসূত্র তৈরি হয়েছে ।

তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও খাতের প্রসার, শক্তিশালীকরণ এবং সম্প্রসারণ, সম্প্রচারকারীদের সক্ষমতা বাড়ানো একটি অগ্রাধিকার কাজ এবং সময়ের দাবি।

# Infodemic amid pandemic: Can RTI help?

**Ruhi Naz**
Assistant Director,
Research Initiatives Bangladesh (RIB)

In the present context, it will not be wrong to say finally the world has united-there is unity in pains, sufferings, deaths and what not. Covid 19 pandemic has not left anyone unattended and at the same time has exposed fragility and failure of the countries in protecting the lives and health of its citizens. The world has witnessed with utmost despair and hopelessness, the severity with which Covid 19 went on increasing its boundaries unleashing the pandemic on most of the countries sparing almost none.

Covid 19 pandemic has not only affected the health and lives of the people, but the way this pandemic has been handled by the countries around the world including Bangladesh, the trust and relationship between governments and the people has been badly affected too. People found it difficult to accept what their government has to offer as reasons and elucidations, there were discrepancies, misinformation and a total disregard for government-citizen cooperation made the situation nothing less than worst.

At the onset of Covid19 pandemic, no one knew how to react, what to expect of the situation the country has thrown into. In such circumstances where government fed its citizen with information and assurance, at the same time, people wondered will they be safe and sound in their hands, are the information provided through government agencies reliable enough? One thought predominantly ruled peoples mind was dissemination of too many contradictory information raising question as to their authenticity and reliability.

Post emergence of first Covid 19 case in Bangladesh the volume of misleading, rumors and false information increased, mostly on social media and to some extent in mainstream media too and such circulation alongside information and facts on Covid-19 issued by the government left people bewildered, it became hard to differentiate real fact/information from fiction.

During ongoing pandemic, people have witnessed how the country has wriggled through the menace of "infodemic" of misinformation". Online users shared every piece of information they get their hands on without verifying its sources. Rumors like drinking tea or hot water with ginger/garlic can cure coronavirus led to shooting up of ginger/garlic prices. As reported in several media that various medicines were announced as the antidote for the virus and thus the prices went up and some medicines

went out of stock. Many people started to believe rumors on social media that Covid-19 is a disease for the upper and higher middle-class and there is a fairly low chance of the poor being infected henceforth people who did not consider themselves part of the so called class became careless in taking precautionary measures. Widespread media reporting on government's failure to act rightly and just on time did the work of adding more fuel to the fire. As a result government measures to curb the virus failed to work, amongst availability of too many conflicting information, people began to lose faith in the information they received from public authorities henceforth people began to ignore government restrictive measures.

Subsequently in order to restrict the wave of misinformation and rumors on COVID-19, government came up with stern action against those who would found to be spreading rumors and disinformation. One of such measure included setting up of team of public officials to monitor print, electronics and social media. Apparently this move drew wider public criticism. Many believed that, while the government has a responsibility to prevent the spread of misinformation about COVID-19, at the same time an effort should be made to start building trust by ensuring that people are properly informed about plans for prevention, containment, and cure and ways forward as it battles the virus.

Seeing the nature of severity Covid 19 has to offer, people might have had the quest to know how the health sector has been functioning during ongoing crisis period; there might be speculations in people's mind as to how government is supporting sinking industries who had been hit hard by the pandemic, some might wonder how government has taken care of poor, marginalized and those living on meager income who had been unable to earn their bread and butter due to continuation of lockdown and there are many other similar issues of which people could have demanded answer through use of RTI, had there been any space available to use the same during the crisis.

Use of RTI law during pandemic has not been that effective in Bangladesh like rests of the countries. Government in its efforts to curb the spread of virus resorted to strict measures without informing citizen why such actions were taken. There was a lack of interaction between citizen and government and infodemic made the situation a lot worst. This could have been very comfortably averted by the government upon disclosing information proactively as provided under the law, which would have informed people of its government's action.

At the same time it has been observed by the RTI users that during pandemic there was no space to practice the RTI law mainly because government offices remained closed for almost 3 months due to country wide general holiday. RTI law also provides for individual demand of information. Information which cannot be disclosed proactively,

but access to the same can be essential to establish whether state actors are discharging their public responsibility in just and transparent manner. During pandemic people failed to exercise this individual right to information. Some fairly argue that like private sector if government offices would have followed “work from home” strategy then use of RTI would not have taken a backseat during pandemic, or the regulatory body overseeing the work of access to information could have come up with a mechanism to ensure people’s right to information. RTI could have been an effective tool to improve interaction between government and people during the pandemic, paving way to monitor government functionality by the citizen. And in doing so it would have been proven to be finest mechanism to curb spread of disinformation/misinformation.

Covid 19 pandemic have made people wonder and brood over thousand things at the same time in their minds, which when goes unanswered or wrongly channelized,raises the risk of generating more rumors and misinformation. Government has to realize that in times of such an extensive catastrophe, like the Covid-19 pandemic, people's fear, insecurity and mistrust increases and so do their need to know what their government is doing to meet the challenge increases. In such a situation, the most pertinent thing to do would be to activate mechanism to ensure right to access of information by which citizen would be able to monitor the work of government; else we will not just be fighting an epidemic but battling against infodemic too.

# Empowerment of people through Right to Information Act 2009

Md. Imam Hossain
Controller / Program Manager (CC)
BTV

Right to Information Act 2009 mandates timely response to citizen requests for government information. The basic object of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government, and make our democracy work for the people in real sense. It goes a saying that an informed citizen is better equipped to keep necessary vigil on the instruments of governance and make the government more accountable to the governed. The Act is a big step towards making the citizens informed about the activities of the Government.

Right to Information is generally known as freedom of information legislation, and described as open records as in the United States (Sunshine Laws). In some countries, these are known as freedom of information act. Available information indicates that such laws under different names exist in more than 120 countries of the world. Sweden's Freedom of the Press Act of 1766 is generally acknowledged as the oldest one. In some developed democratic countries having a federal structures, individual state has separate laws of same nature, in addition to the federal law.

Freedom of speech and opinion, and Access to Information play a crucial role in the improvement process of any society. If people cannot express openly their ideas, views and needs, they are often unable to contribute to the society. The right of every citizen to speak and express freely is guaranteed under the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh as one of the fundamental rights (Article 39, Constitution of The People's Republic of Bangladesh) and Right to Information is an indispensable part of freedom of thought, conscience and speech. On the other hand, freedom of opinion and expression is contained in articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In addition, articles 4 and 5 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), articles 12 and 13 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), and article 21 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) guarantee the freedom of expression and opinion.

Bangladesh Constitution has provision relating to freedom of thought and conscience, freedom of speech and expression including freedom of press. These, however, are subject to reasonable restrictions as may be imposed by law. RTI Act in Bangladesh was principally fuelled by persistent demands from the civil society and the media made from time to time since 2000. On 20 October 2008, the then government promulgated

the Right to Information Ordinance 2008 (Ordinance 50 of 2008) in Bangladesh Gazette. The preamble to the Ordinance recognizes the fact that the fundamental rights relating to freedom of speech, thought and conscience are integral parts of Right to Information. It further considered it expedient to promulgate the Ordinance for empowerment of the people.

Consisting of 37 sections, the Act is divided into eight parts, each dealing with specific aspects. These included (i) definitions, (ii) right to information, preservation, disclosure and access. Access to as many as 20 categories of information such as state security, secret information received from foreign government, hampering security of the people, affecting privacy of any person, endangering life or bodies, security of any person, any secret information supplied to help a law enforcing body by any person etc, (iii) provision for appointment of designated officials in charge of access to information unit, (iv) establishment of Information Commission with one Principal Information Commissioner and two other Commissioners, their powers and functions, (v) establishing the fund of the Commission, its budget, financial independence, accounts and audit, (vi) officials and staff of Commission, (vii) manner of disposal of complaints and (viii) miscellaneous.

As an ordinance requires parliamentary approval within 30 days of summoning the session of the Parliament, the said Ordinance was placed before the Jatiya Sangsad after it was summoned. On 25 February 2009, The parliamentary standing committee for the Ministry of Information examined the Ordinance and suggested some minor changes. The committee recommended the changes such as dispensing with the requirement of prior approval of the commission in cases where exemptions from disclosure are permitted by the law, constitution of the commission within a period not exceeding 90 days, and inclusion in the commission as a member from persons qualified to be an editor or an eminent citizen having experience in media. The bills after such modifications was passed by the Jatiya Sangsad on 30 March 2009 and after assented by the honourable President became the Right to Information Act 2009 (Act 20 of 2009). It repeals the earlier Ordinance but protects all actions taken under that Ordinance.

The contemporary scenery of practicing of RTI act among the journalist communities, both print and electronic, proves that this act is greatly helpful for investigative report making of any vital, hot-talk or controversial issue of the state.But all quarters of people should come forward to use this law. It is the only law, which is imposed by the common people on the government

In fact, the RTI Act has created a common platform through which people from all walks of lives and communities have the access to the desired and necessary

information, which are useful for them. The poor women from the slam areas to the remotest villages and char areas are now getting desired information from government safety net programmes including Vulnarable Group Development (VGD), Vulnarable Group Feeding (VGF) cards, Maternal Health Cards. The working class people like farmers, tillers and fishermen are now wanting and receiving information that is helping them to improve their process, increase earnings. Every year victims are getting accurate information about relief and rehabilitation measures from concern govt. and non-govt. agencies. Climatologist and environmentalists are using RTI Act as a helpful tool to get an eye view on finished or on-going disaster or feminine. Besides, information commission with due support from Ministry of Information as well as government different agencies is working towards empowerment of common people by providing accurate and authentic information. We are hopeful that Govt is closely helping and committed to the ideal of RTI.  That will work for the success of implementing RTI in Bangladesh in future.

# তথ্য অধিকারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন

**মীর আন্-নাজমুস সাকিব**
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম

বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার এবং তথ্য গ্রহণ ও ধারণের ক্ষমতা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ যদি তাদের ধারণা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয়তাগুলোকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পারে, তবে তারা সমাজের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারে না।

প্রতিটি নাগরিকের নির্দ্বিধায় বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (৩৯নং অনুচ্ছেদ)। আর তথ্য অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অন্যদিকে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিসিপিআর) ১৯নং এবং ২০নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সম্মেলনের (সিআরডি) ৪নং ও ৫নং অনুচ্ছেদ, শিশু অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের (সিআরসি) ১২নং ও ১৩নং অনুচ্ছেদ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের (সিআরপিডি) ২১নং অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের অধিকার ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শতাধিক দেশ তাদের সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত তথ্য ও রেকর্ডসমূহ প্রাপ্তির জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে তথ্য অধিকার আইন সংসদে পাস করে, যা পরে আরও সংশোধিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, ভারত ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এর পেছনে তৃণমূলের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক ভূমিকা ছিলো। এ আইনের সুফল বর্তমানে সেখানে ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া (২০০৫), নেপাল (২০০৭), ইন্দোনেশিয়া (২০১০), মঙ্গোলিয়া (২০১১), পাকিস্তান (২০১৩) এবং শ্রীলঙ্কাও (২০১৬) তথ্য অধিকার আইন পাস করে। অতি সম্প্রতি মালদ্বীপ ও ভুটানও এ আইন পাস করেছে। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশ সিঙ্গাপুর এখনও এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে তথ্য অধিকার আইন নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালীন পাস করে। এজন্য আইনটিকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে এটি ছিলো একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জনগণের তথ্যের অধিকারকে নিশ্চিত করতে সরকার একই বছরের ০১ জুলাই তারিখে গঠন করে তথ্য কমিশন।

তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ছিলো সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়ন। এ আইন জনগণের যে কোনো তথ্য জানা এবং সে সম্পর্কে অবাধ মত প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। সাধারণ জনগণ, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমসমূহ এর ফলে বর্তমানে যে কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারছে।

উল্লিখিত আইনের বলে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দুজন তথ্য কমিশনার (একজন নারীসহ) নিয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁদেরকে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। সাধারণত কমিশনারবৃন্দ আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজসেবা, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনের বিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য অথবা ৬৭ (সাতষট্টি) বছর বয়স পর্যন্ত (যেটি আগে ঘটে) স্বীয় পদে বহাল থাকেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মহামান্য

রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারেন। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের মতামতের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁদেরকে অপসারণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ও এতৎসংক্রান্ত অভিযোগগুলো দ্রুত ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে সাধারণ জনগণ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রায় ৬,৩৬৯টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলো। যার মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ তথ্য আবেদনকারীদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। অসন্তুষ্ট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কমিশনে মোট ৫৩৯টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। যার মধ্যে ৩৬৪টি অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বাকিগুলো ত্রুটিযুক্ত আবেদন হওয়ায় প্রত্যাখ্যানপূর্বক শুনানি ছাড়াই নিষ্পন্ন করা হয়। ২০১০ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা ২৫,৪০১টি হলেও ২০১৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৬,১৮১টিতে নেমে আসে। মোটামুটিভাবে সাম্প্রতিককাল পযন্ত ৮২,৪১২টি আবেদন রেকর্ড করা হয়।

বলা যেতে পারে, তথ্য অধিকার আইন এমন একটি প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যার মাধ্যমে এখন সর্বস্তরের জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গ্রহণ করতে পারছে। দুর্গম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখন সহজেই ভিজিডি, ভিজিএফ, মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য পাচ্ছে। কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীরা যেমন তাদের পেশার সাথে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে, ঠিক তেমনিভাবে পরিবেশবাদীরাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার জনগণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে তাদের প্রাপ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের তথ্য।

এরপরেও বলা যেতে পারে, সরকার ভবিষ্যতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায়, তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে আরও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে দেশের সঠিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ। তাই সরকার ও প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে অবশ্যই এ আইনের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। এ আইনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পর্কের উন্নয়ন ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাঞ্ছিত পরিবর্তন। আইনের শাসন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরকে সেবাগ্রহীতাদের প্রতি অসহযোগিতামূলক আচরণ পরিহার করতে হবে এবং এ ধরনের আচরণের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও কার্যকারিতার জন্য এনজিওকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ ও গণমাধ্যমকর্মীদের মাঝে নিয়মিতভাবে মত বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেহেতু বর্তমানে আমাদের দেশে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কর্মরত জনবলের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি আমাদের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকেও তাঁদের নিজস্ব তথ্যভান্ডারকে জনগণের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনতে হবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মতোই।

আর এভাবেই তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাধারণ জনগণের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে তাদের ক্ষমতায়ন। তবেই আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে অর্জন করবো রূপকল্প ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যসমূহকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে থাকবো স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার পথে।

## তথ্য অধিকার আইনঃ প্রেক্ষিত যুবসমাজ

If you plan for a year, Saw paddy,
If you plan for a decade, Plant trees,
And If you plan for future, Nurture Youth
- Proverb

**মোঃ মাহবুব আক্তার**
কর্মসুচি কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ

**ভূমিকাঃ**

বাংলাদেশের জন্ম এবং জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিকালে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণ অভূত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণজাগরণসহ বিভিন্ন আন্দোলন। এই যুব সমাজকে যদি তথ্য অধিকার আইন প্রচার, প্রসার, বাস্তবায়ন এবং আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে সারা দেশে এর একটি প্রভাব পড়বে।

**তথ্য অধিকার আইনঃ**

তথ্য অধিকার আইন পাস হয় ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি নি। যদিও এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪টি কমিটি (১. তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, কেন্দ্রীয় পর্যায়, ২. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, ৩. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং ৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি) গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর মধ্যে তথ্য অধিকার প্রচার, প্রসার এবং বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। জনগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের জন্য কাজ করার লক্ষ্যেই গণতন্ত্রে সরকার গঠিত হয়। ফলে তার কাজের জন্য সরকার যে তথ্য সংগ্রহ ও মজুদ করে সেটাও জনস্বার্থেই এবং জনগণের অর্থেই করে-জনগণের প্রয়োজনে কাজে লাগাবে বলে। যেহেতু তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাই একে আইনি অধিকার বলা হয়। আবেদনকারী (জনগণ) কেন তথ্য চাইছেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন করার কোন এখতিয়ার এই আইনে কাউকে, বিশেষ করে সরকারি-বেসকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেয়া হয় নি। কোনো কারণ না দেখিয়েই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানার অধিকার সকল নাগরিককে দেয়া হয়েছে, কারণ জনগণই দেশের সকল তথ্যের মালিক।

এই আইনে "তথ্য"কে দেখা হয়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (যারা সরকারি অর্থে পরিচালিত অথবা বিদেশ থেকে অনুদান পায়) কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনে জনগণের জন্য সহায়ক একটি উপকরণ হিসেবে।

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক ব্যবহার সমাজে তিনটি ভিন্ন মাত্রার সুফল বয়ে আনতে পারে-

প্রথম মাত্রার সুফলঃ ব্যক্তি কেন্দ্রীক সুফল ও তাৎক্ষণিক সুফল;

দ্বিতীয় মাত্রার সুফলঃ সমাজ ও দেশের বৃহত্তর পরিবর্তনের সূত্রপাত; এবং

তৃতীয় মাত্রার সুফলঃ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে সরকারী কর্মকান্ডে এমন একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন (Systemic Change) সাধন যার মাধ্যমে দেশের সার্বিক শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং চিরাচরিত দাপ্তরিক গোপনীয়তার সংস্কৃতি দূরীভূত হয়ে জনবান্ধব শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে জনগণের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে।

**নানাভাবে আখ্যায়িত তথ্য অধিকার আইনঃ**

বর্তমান বিশ্বে সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী প্রায় ১৩০টি দেশে "তথ্য অধিকার আইন বলবৎ আছে"। আমাদের দেশে "তথ্য

অধিকার আইন” বা (Right to Information), অন্যান্য দেশে মুক্ত তথ্য আইন বা (Freedom of Information), সরকারী তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের আইন (Access to Information), স্বচ্ছতা আইন বা (Transparency Law), সূর্যালোক আইন বা (Sunshine Law), উন্মুক্ত সরকার আইন বা (Open Government Law)। যদিও ১৭৬৬ সালে সর্বপ্রথম সুইডেনে (Freedom of the press Act) নামে এই আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মূলমন্ত্র হচ্ছে: সরকার হবে জনগণের কাছে স্বচ্ছ অর্থাৎ পরিস্কার বা খোলামেলা, সবকিছু খোলাখুলিভাবে করবে, সরকারি কাছে কোন লুকোচুরি থাকবে না, জনগণের কাছে সরকার কিছু গোপন করবে না, কারণ আমাদের সংবিধান অনুযায়ী জনগণই দেশের সকল ক্ষমতার মালিক।

**যুবদের সম্পৃক্ততা:**

লেখাটি শুরু করেছিলাম একটি প্রবাদ দিয়ে। প্রবাদের মধ্যেই সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন ভাল উদ্যোগ সফল এবং বাস্তবায়নে যুব সমাজের বিকল্প নেই। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আনুমানিক মোট জনসংখ্যা ১৬,৪৬,৮৯,৩৮৩। সরকারি তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩% যুব। অর্থাৎ ৫,৪৩,৪৭,৪৯৪ জন যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে (বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি ২০১৭)। সেই হিসেবে পৃথিবীর দুইশত-এর বেশী রাষ্ট্র এবং ইনডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি রয়েছে যাদের জনসংখ্যা আমাদের দেশের যুবদের সংখ্যার কম। এই বিশাল যুব সম্পদকে আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাথে সহজেই সম্পৃক্ত করতে পারি।

**বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এবং তথ্য অধিকার আইন:**

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর ১০ অনুচ্ছেদে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলোর উল্লেখ আছে তা হলো: সুশাসন (১০.১), নাগরিক অংশগ্রহণ (১০.২), সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (১০.৩), সামাজিক নিরাপত্তা (১০৪.) ও মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসার (১০.৫)।

তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। যা জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর ১০ অনুচ্ছেদের অনেকগুলো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সেক্ষেত্রে যুবদেরকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করলে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর অনেকগুলো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। একইসাথে এসডিজি বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

**উপসংহার:**

বিভিন্ন তথ্যে যে চিত্রটি উঠে এসেছে তা হলো, Supply Side অর্থাৎ যারা তথ্য প্রদান করবেন, তাদের চেয়ে Demand Side বা যার তথ্য চাবেন তাদেরকে আরো সচেতন ও সক্রিয় করতে হবে যাতে তারা বেশি বেশি তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সঠিক, যুগোপযোগী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সেইসাথে প্রয়োজন তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ। তবে এই কার্যক্রম শুরু করতে হবে উপজেলা পর্যায় থেকে।

সূত্র:


- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: ব্যবহার বিধি, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ (রিইব),
- জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ (অনুমোদিত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭),
- www.worldometers.info/world-population/bangladesh-population/
- Worldometer (www.Worldometers.info) This list includes both countries and dependent territories. Data based on the latest United Nations Population Division estimates .
- Bangladesh 2020 population is estimated at 164,689,383 people at mid year according to UN data.

# নারীর তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে দ্যা কার্টার সেন্টারের প্রয়াস

**তানিয়া পারভীন**
ইনফরমেশন লিঁয়াজো
দ্য কার্টার সেন্টার, বাংলাদেশ।

তথ্য জীবন-যাপনের অবিচ্ছেদ্য চালিকা শক্তি। আমাদের জীবনের এমন কোন পরিসর নেই যেখানে এই তথ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করার মত সুযোগ আছে। এক অর্থে, আমাদের পুরো জীবনটাই গভীর তথ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এই অগণিত তথ্যের সবটা জানা আমাদের জন্য জরুরি কি-না। এক কথায় উত্তর দিলে বলতে হয়, আমাদের জীবন-বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক দিক বিবেচনায়, আমাদের পথ চলতে গেলে যা যা জানা প্রয়োজন, যা না জানলে আমাদের স্বাভাবিকতা ব্যহত হয় ততটা জানা যেমন জরুরি তেমন প্রাসঙ্গিক।

তথ্য জানার অধিকার মানুষের মৌলিক ও মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হলেও এর পথ খুব একটা সুগম নয়। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এই সংকট আরও বেশি প্রকট। তবে আশার কথা এই যে, অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় এই অবস্থার কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে যে সমস্ত অনুষঙ্গগুলো প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত সেগুলো হলো, দীর্ঘকালের জরাজীর্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, পুরুষতান্ত্রিকতা,তথ্য অধিকার চর্চায় লিঙ্গ বৈষম্য, জেন্ডার সংবেদনশীল নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, বিশ্বের অন্য যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা তথ্য-প্রাপ্তিতে এখনো অনেকখানি পিছিয়ে। তথ্য প্রাপ্তিতে নারীর এই অনগ্রসরতা তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হুমকির মুখে ফেলেছে নানাভাবে এবং নারীর মৌলিক ও মানবাধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে। যদিও বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সাল থেকেই কার্যকর। সুশীল-সমাজ সংগঠনগুলোর সাথে নারীদের ব্যাপক সম্পৃক্ততা না থাকা, অবাধ তথ্য প্রবাহে স্বাচ্ছন্দে অনুপ্রবেশের অভাব, গৃহস্থালী কাজে মাত্রাতিরিক্ত অন্তর্ভুক্তি, চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিষয়সমূহ তথ্য অধিকার চর্চায় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। তবে সমাজে বিদ্যমান নানান প্রতিকূলতা থাকা স্বত্ত্বেও নারীরা এগিয়ে আসছে। নিজেদের মেধা-মনন দিয়ে যোগ্যতা প্রমান করে চলেছে তার নিজ কর্ম-পরিসরে।

তথ্য-অধিকার চর্চায় নারীদের সহযোগিতায় যেসব উন্নয়ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে আসছে তার মধ্যে দ্য কার্টার সেন্টারের অবদান উল্লেখযোগ্য। তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার চর্চায় দেশে বিদ্যমান নারীর অসম অবস্থানের বিষয় বিবেচনায় দ্য কার্টার সেন্টার ইউএসএইডের আর্থিক সহায়তায় 'তথ্য প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার' কার্যক্রম শুরু করে। ৩টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপ ঃ

১। তথ্য অভিগম্যতায় নারী-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।

২। নারীর নিকট কার্যকরভাবে তথ্য প্রদানের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের সোচ্চার হতে সচেষ্ট করা।

৩। নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার তরান্বিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ সংগঠনের সাথে তথ্য সেবা সহায়কদের সম্পৃক্ততা জোরদার করা।

দ্য কার্টার সেন্টার, তথ্য প্রবেশাধিকারের নিমিত্তে নারী-বান্ধব পরিবেশ তৈরি ও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণাদি ও নানামূখী কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্ততায় সচেষ্ট হতে সহায়তা করে আসছে। এছাড়া, নারী অধিকার তরান্বিত করার অভিপ্রায়ে দেশের সুশীল সমাজ-সংগঠনের সাথে তথ্য সেবা সহায়কদের এক সুদৃঢ় মেল-বন্ধন তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, কার্টার সেন্টারের সুপরিকল্পিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা পরিচালিত রাইট টু ইনফরমেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (আর টি আই ওয়ার্কিং গ্রুপ) এর কার্যক্রমে এক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যেখানে নারীর তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সমাজের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো সনাক্ত করে তাদের সহযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো, পারস্পারিক বোঝাপড়া ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং যৌথতার ভিত্তিতে কার্যক্রম গঠন ও পরিচালনা করা। নারীর তথ্য-অধিকার আদায়ের প্রতিভু হিসেবে আর টি আই ওয়ার্কিং গ্রুপে স্থানীয় নারী জন-প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততাও কার্টার সেন্টারের একটি বড় অবদান।

দেশের নারীর তথ্য প্রবেশাধিকারের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে সংগঠনটি তথ্য কমিশন এবং প্রকল্প এলাকার কমিউনিটির স্কুলগুলোর সাথে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইতোমধ্যে নানামূখী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন ও বাস্তবায়ন করেছে। যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসরত জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায়। তাছাড়া, প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' কে সামনে রেখে তথ্য কমিশন ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততায় দিবসটির প্রতিপাদ্য অনুযায়ী পোস্টার ডিজাইন ও প্রস্তুত থেকে শুরু করে দেশের জেলা-উপজেলায় তা বিতরণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ খুব সুন্দর ও সুচারু রুপে করছে।

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশীল-সমাজ সংগঠনের সাথে তথ্য-সহায়কদের সম্পৃক্ত করণ এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রচারে সৃজনশীল প্রক্রিয়া অনুসরণ, কমিউনিটির মানুষের মধ্যে তথ্য-অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, তথ্য-অধিকার সচেতনতায় কমিউনিটিতে ইয়ূথ-গ্রুপের অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের নানামুখী সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের জন-প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সজাগ ও সোচ্চার করতে দ্য কার্টার সেন্টার অনবদ্য ভূমিকা রাখছে; যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

কার্টার সেন্টার বিশ্বাস করে, নারীদের সঠিকভাবে ক্ষমতায়িত করা গেলে সমাজে তারা মান-সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এসব সুবিধা-বঞ্চিত নারীদের পাশে থেকে সহযোগিতা করাই কার্টার সেন্টারের মূল লক্ষ্য।

দ্য কার্টার সেন্টারের চীফ অফ পার্টি সুমনা সুলতানা মাহমুদ বলেন, 'সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তথ্য অধিকারের বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন প্রাসঙ্গিক। তিনি সাধারন নারীর পাশাপাশি প্রান্তিক নারীর তথ্য অধিকার সচেতনতার বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কার্টার সেন্টার প্রায় ৩ বছরের বেশি সময় ধরে নারীর অধিকার প্রাপ্তি ও সুরক্ষায় কাজ করছে। প্রান্তিক নারীরা যেহেতু সমাজে অবহেলিত, সেহেতু তাদের অধিকারের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। তারা যাতে এই প্রকল্পের আওতায় থেকে সুফল পায় এবং তথ্য অধিকারসহ নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়। তথ্য অধিকার (আরটিআই) যেহেতু নারীদের জন্য বিশাল এক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে, সেহেতু এই সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-এর বাস্তবায়ন নির্ভর করছে মূলত আইনটির যথাযথ ব্যবহারের ওপর। কারণ, তথ্য অধিকার সর্বোতভাবে একটা চর্চা বা অভ্যাসের বিষয়। এই চর্চা অব্যাহত রাখা হলে আইনের মূল উদ্দেশ্য তথা দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকাংশেই সহজ হবে বলে আশা করা যায়। অবাধ তথ্য-প্রবাহের বিশাল পথ-পরিক্রমায় নারী তার নিজ কল্যাণের নিমিত্ত স্ব-উদ্যোগে নিজেদের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

# “Transforming RTI activities from Supply side to Demand side in Bangladesh”

**Md. Omar Mostafiz**
Programme Manager
Friedrich Naumann Foundation for
Freedom (FNF Bangladesh)

Good Governance is one of the core strategic themes of the work of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Thus, one of the major areas of work at FNF Bangladesh is increasing accountability and transparency through the Right to Information (RTI) Act and Citizen Participation.

The Right to Information (RTI) Act was notified in the Bangladesh Gazette on 06 April 2009. The act makes provisions for ensuring free flow of information and peoples' right to information. The freedom of thought, conscience and speech is recognized in the Constitution as a fundamental right and the right to information is an alienable part of it. Since all powers of the Republic belong to the people, it is necessary to ensure right to information for their empowerment.

The Right to Information (RTI) Act 2009 in Bangladesh was created to ensure transparency and accountability in all public, autonomous, statutory organizations, and private organizations running on government and foreign funding. The idea is to decrease corruption and establish good governance. Of any existing law – (a) the provisions of providing information shall not be affected by the provisions of this Act; and (b) the provisions of creating impediment in providing information shall be superseded by the provisions of this Act if they become conflicting with the provisions of this Act (Right to Information Act, 2009 – Section 3).

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom opened its office in Dhaka, Bangladesh in 2012 and the Information Commission is one of the key partners of FNF Bangladesh since its inception. The Information Commission enforces and oversees the Right to Information (RTI) Act 2009 and the rules and regulations made under the Act. Their main functions are educating and influencing the public, resolving problems and complaints when the rights have been breached and take legal actions against the defaulter.

From the beginning till 2017, the activities of the Information Commission-FNF Bangladesh was focusing mainly towards the supply side. At the very beginning, we

conducted orientation programs on RTI for the stakeholders of RTI Act. Following that, together we organized plenty of trainings, workshops and TOTs (Training of Trainers) on RTI Act for Information Commission officials, relevant government employees, designated officers, and different journalist groups. We also arranged a few awareness programs such as seminars and public fora for the citizens. Videos clips and publications were also produced to educate the mass population.

Recent urges from the Information Commission to have more RTI requests for public information and to increase citizen participation in good governance, FNF Bangladesh decided to emphasize more on the demand side of RTI from late 2017. Thus, FNF Bangladesh has also added two new partners to expand the work on RTI, Dnet and Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC).

With Dnet, we are conducting training on RTI Online Tracking System (RTIOTS) for Information Commission officials to track the RTI request applications which are being submitted online through the website. We are also organizing hands-on workshops targeting youth, especially university students, so that they can become RTI practitioners and activists. These workshops focused on how to request for information both manually and digitally, things to do if the information provided is not satisfactory, and common mistakes made during filing the request forms.

With BNNRC, we are arranging community dialogues on RTI in different parts of the country through their community radios' networks. These community dialogues are an effort to bridge the gaps between the local people and the local government officials. The open discussion sessions provides the perfect platform for community leaders, public representatives, government officers from different local departments, journalists and activists to raise issues and improve public services within the community.

The transformation of RTI activities from Demand side to Supply side is a must needed one to educate the general people about their right to information and the RTI Act 2009. The programs with our partners are playing a major role in empowering the citizens to participate in governance. Active participation from the public can play a major role in increasing accountability and transparency of public services to establish good governance in Bangladesh.

# তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার-
# স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন

**নুসরাত আরা**
সহকারী তথ্য কর্মকর্তা
নিজেরা করি

নিজেরা করি বিভিন্ন কর্মএলাকায় এবং ভূমিহীন সংগঠনের গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দরিদ্রদের অধিকার আদায়, নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আসছে। প্রতি বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে তারা তথ্য অধিকার আইন, আইনের ব্যবহারিক পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও পরিস্কারভাবে নিজেরা বুঝে নেয়। বিভিন্ন কর্মএলাকায় ভূমিহীন সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিয়ত চর্চা করছে।

২০১৯ সালে নিজেরা করির ভূমিহীন সদস্যরা উপজেলা সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের তথ্য চেয়ে মোট ১৩৭টি আবেদন করে। প্রধানত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা, কৃষি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে স্কুলে যৌন হয়রানি অভিযোগ গ্রহণ কমিটি, স্বাস্থ্য অধিকার এবং খাসজমি বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আবেদন করে। মোট ১৩৭টি আবেদনের মধ্যে ১২০টি আবেদনে সদস্যরা তথ্য পেয়েছে এবং ২১টি আবেদনে তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কীভাবে নিজেরা করির ভূমিহীন সংগঠন তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করছে তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলা। ধনবাড়ী উপজেলায় মে, ২০১৯ সরকারের "দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি" কার্যক্রম শুরু হয়। ভূমিহীন সংগঠন কর্মসূচির নীতিমালার ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন মনিটরিং করে। ভূমিহীন সংগঠনের মনিটরিং-এ উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনিয়মের তথ্য পায়। ফলে সদস্যরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০দিনের "দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি" প্রকল্পভূক্ত ৬টি ইউনিয়নের প্রকল্প শ্রমিকদের নামের তালিকা, কর্মদিবস অনুযায়ী মজুরি প্রদানের মাস্টাররোল এবং মোট কর্মদিবসের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে। কিন্তু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ধনবাড়ী ভূমিহীন সদস্যদেরকে এসকল তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এসকল তথ্য আদায়ের জন্য ভূমিহীন সংগঠন কর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনিয়মের বিরুদ্ধে এলাকায় জনমত গঠনের কাজও করতে থাকে। ফলে ভূমিহীন সংগঠনের দাবীর সাথে ব্যাপক মানুষ সমর্থন জানায়। জনগণের চাপে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ধনবাড়ী ভূমিহীন সংগঠনকে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মাত্র ১টি ইউনিয়নে প্রকল্প অনুযায়ী ৪০দিন কাজ হয়েছে। বাকী ৫টি ইউনিয়নে ৩১ থেকে ৩৮দিন কাজের পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা "দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি"-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে ৫টি ইউনিয়নে শ্রমিকরা কম মজুরি পায়। অর্থাৎ কাজ কম করিয়ে শ্রমিকদের মজুরির অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। একমাত্র তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ভূমিহীন সংগঠন উক্ত প্রকল্পে শ্রমিকদের ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা প্রতিরোধ করে, জবাবদিহিতা আদায় করে এবং ধনবাড়ী উপজেলা প্রশাসনকে ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা সরকারী কোষাগারে প্রেরণ করতে বাধ্য করে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সফলতার উল্লেখযোগ্য আরও একটি উদাহরণ হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে নিজেরা করির কর্মএলাকার স্কুলগুলোতে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন।

**যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন**

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি-এর করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ২০০৯ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। সুপ্রীম কোর্ট তাদের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন যে, এই বিষয়ে দেশে কোন আইনি বিধান নেই। এছাড়াও, আরো অসংখ্য মামলা উদ্ধৃত করে সর্বোচ্চ আদালত উল্লেখ করেন যে, আইনগত কাঠামো না থাকার কারণে, যৌন হয়রানী সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে যারা যৌনহয়রানীর শিকার তাদের জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সেকারণে, অভিযোগগুলো শুরুতেই শুনানির জন্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশনা প্রদানের ১০ বছর হলেও কোথাও কার্যকরভাবে তার বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশনার কথা জানেই না। সেকারণে, তারা স্কুলে অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন করেনি। অন্যদিকে, যৌন হয়রানীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। হয়রানীর শিকার শিক্ষার্থীরা বিচার চেয়ে বরং ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেরা করির ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা সুপ্রীম কোর্টের দেয়া নির্দেশনা কার্যকর করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কৌশলগতভাবে প্রথমে ভূমিহীন সংগঠন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে স্কুলগুলোতে অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা, গঠনের প্রক্রিয়া এবং সদস্যদের নামের তালিকা চেয়ে মোট ৫১টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে।

এর মধ্যে ৪৪টি আবেদন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবরে এবং ৭টি আবেদন করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১টি স্কুল (কিন্ডারগার্ডেন) ছাড়া অন্য কোন স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ ভূমিহীন সদস্যদের জানায় যে, সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন সম্পর্কে নির্দেশনা তারা এসবের কিছুই জানে না। ভূমিহীন সংগঠন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনায় বসে। ভূমিহীন সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের দেয়া নির্দেশনার ফটোকপি সবার কাছে সরবরাহ করে। এভাবে ভূমিহীন সংগঠন ২০টি স্কুলে ২০১৮ সালের শেষ প্রান্তিকে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন করে। সেই সাথে ১৭টি স্কুল ভূমিহীন সংগঠনের নারী সদস্যদের কমিটি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে। এটা ছিল ভূমিহীন সংগঠনের শিক্ষা এবং শুরু।

২০১৯ সালে তারা বুঝতে পারে, তথ্য অধিকার আইনে স্কুলে স্কুলে আবেদন করতে হলে অনেক সময় প্রয়োজন। সেকারণে তারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে উপজেলায় মোট কয়টি স্কুল আছে এবং কয়টি স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি আছে এই তথ্য চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে শুরু করে। বছরের শেষার্ধ পর্যন্ত আবেদন করার প্রক্রিয়া চলমান থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণ করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারাও ভূমিহীন সদস্যদের বলেন, মন্ত্রণালয় হতে কমিটি গঠনের জন্য কোন নির্দেশনা আসে নি। আবার অনেকে জানান, নির্দেশনা সম্পর্কে আগে জানা ছিল না। অনেকেই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করবেন বলে জানান। নিজেরা করির ভূমিহীন সংগঠনের এই উদ্যোগের ফলে ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৩২৪টি স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন করতে পেরেছে (চট্টগ্রাম: ৭৪, খুলনা: ১৫১, রাজশাহী; ৬৯ এবং ঢাকা: ৩০)। এছাড়াও, ভূমিহীন সংগঠন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে একাধিকবার আলোচনা সভা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার ফটোকপি প্রদান প্রভৃতি ধারায় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সফলতার একটি উদাহরণ- ভূমিহীন সংগঠন ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে উপজেলায় মোট স্কুল সংখ্যা এবং কতটি স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি আছে তথ্য চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে। আবেদন গ্রহণের পর আলোচনায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভূমিহীন সদস্যদের জানান, সুপ্রিম কোর্টের দেয়া গাইডলাইন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেন উপজেলার কোন স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি নেই। তিনি ভূমিহীন সদস্যদের কাছে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া নির্দেশনার ফটোকপি চেয়ে নেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ভূমিহীন সংগঠনের তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির ফলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া

প্রতিটি স্কুলে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠনের জন্য চিঠি প্রেরণ করেন। এরপরই ডুমুরিয়া উপজেলায় মোট ১০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

স্কুলগুলোতে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে ভূমিহীন সংগঠনের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার এবং অর্জন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এমন পরিস্থিতি যে, যেখানে দেশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া নির্দেশনার যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না, স্কুলেগুলোতে যৌন হয়রানী অভিযোগ গ্রহণ কমিটি নেই। এমন একটি পরিস্থিতিতে ভূমিহীন সংগঠন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া নির্দেশনার কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে। যা লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন যৌন হয়রানীর ভয়ংকর থাবা থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখবে এবং ন্যায়বিচার পাবার সুযোগ প্রসারিত হবে। ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা মনে করে, গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনটি আমাদের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

# দুর্নীতি দমনে সাধারণ মানুষের অন্যতম হাতিয়ার “তথ্য অধিকার আইন”

**মো: মাহমুদ হাসান রাসেল**
উন্নয়নকর্মী
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রয়েছে সংবিধান। এই সংবিধানেই নাগরিকের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নাগরিকগণ তা সহজে আদায় করতে পারে না। কারণ তারা সচেতন নয়। তথ্য না জানার কারণে অসচেতন। অসচেতন বলে তারা অধিকার আদায় করে তা ভোগ করতে পারে না। নাগরিকগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কি হবে না, সেবা পাবে কী পাবে না তা নির্ভর করে ঐ সেবা সংক্রান্ত তথ্য কতটুকু তারা জানে তার উপর।

জণগণকে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার জণগণের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নাগরিকের টাকাতেই নাগরিককে সেবা প্রদান করার দায়িত্ব পালন করছে সরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো নাগরিকের জন্য কী কী সেবা আছে তা সম্বন্ধে নাগরিকগণ জানেন না। কারণ যারা সেবাগুলো প্রদান করে তারাই গোপন রাখে। তারা বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে তথ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তারা দুর্নীতি করে। আর এই দুর্নীতিবাজদের কাছেই তাদের টাকা চলে যায়। ফলে নাগরিকের টাকার মালিক হয় ঐসকল দুর্নীতিবাজগণ।

তথ্য যত বেশি গোপন হবে দুর্নীতি তত বাড়বে। অপরপক্ষে নাগরিকগণ যত বেশি তথ্য জানবে তত বেশী সচেতন হবে। তত বেশি দাবী উঠবে। যেমন একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানেন যে নাগরিকের জন্য কী কী ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করার নিয়ম আছে। ফলে নাগরিকগণের কাছ থেকে এই তথ্য গোপন করলে সে অন্যায়ভাবে ওষুধগুলো বাইরে বিক্রী করতে পারবে। কিন্তু নাগরিকগণ যদি জানতে চান যে কী কী সেবা তাদের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে তাহলে ঐ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দুর্নীতি থেকে বিরত থাকবেন বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত নাগরিক তার সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য না চাইবে ততদিন দুর্নীতি চলমান থাকবে।

একইভাবে জনগণ যতদিন দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন না করবে ততদিন পর্যন্ত সরকার তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার সুযোগ পাবে। ফলে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে জনগণের ঐ সেবা সংক্রান্ত তথ্য জানা প্রয়োজন। কারণ তথ্য যত উন্মুক্ত হবে দুর্নীতি তত কমবে। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ হবে। ফলে তাদের কাজের স্বচ্ছতা তৈরি হবে। পাশাপাশি জবাবদিহিতা তৈরি হবে। কারণ স্বাস্থ্য কর্মকর্তার যেখানে অফিসে সপ্তাহে ৬ দিন বসার কথা সেখানে যদি সে ৩ দিন বসে এবং যেহেতু সে জানে যে নাগরিকগন এই বিষয়ে অবগত তবে সে পুণরায় কর্তব্যে অবহেলা করতে ভয় পাবে। কারণ তখন সে জণগণের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় চলে আসবে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের জবাবদিহিতা চলমান থাকবে একজন তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং অপরজন তার মাধ্যমে সরকার যাদেরকে সেবা প্রদান করে সেই সকল জনগণ। এছাড়া এই সকল সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। যার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। আর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ হলো সুশাসনের প্রধান তিনটি স্তম্ভ।

ক্রেতা হিসাবে আমার যেমন অধিকার রয়েছে খাবারের প্যাকেটে খাদ্য উপকরণ, খাদ্যগুণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানার, রোগী হিসাবে তেমনি রোগের তথ্য জানার একশত ভাগ অধিকার আমার রয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে তাই যথার্থ তথ্যের প্রকাশ ও তা প্রচারের চর্চা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের চর্চার মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চেতনা তৈরী হয়; বিকশিত হয় গণতান্ত্রিক জনক্ষমতা। গনতন্ত্র মানে খোলা দেশ। খোলা হাওয়া। কার্ল পপারের 'ওপেন সোসাইটি' বা খোলামুখ সমাজ।'

ধরা যাক দুর্নীতি আমাদের উন্নয়নের সব চেয়ে বড় শত্রু। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা আমরা সর্বদা শুনি। ঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে তথ্য অধিকার আইন সেই যুদ্ধের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে।। বিশ্বের অনেকগুলো দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। তথ্যের প্রাপ্তি হবে এমন,'যেখানে সরকার চাহিবামাত্র জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবে।

আমরা দেখি গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য শহর ও ধনিক অভিমুখী এবং বহুলাংশে পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট। কাজেই অবাধে তথ্য জানার অধিকার নিয়ে যখন কথা বলা হবে, তখন তথ্যবঞ্চিত ও তথ্যলাঞ্ছিত নারী-পুরুষের কল্যাণে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়টিকেও আমাদের সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্য অধিকার বিষয়ে আমার যে প্রতীতি (উপলব্ধি,জ্ঞান)তা হলো এটা তথ্য জানা ও জানানো, তথ্য উৎপাদন ও উৎপাদিত তথ্যের বিষয় হওয়ার অধিকার, তথ্য ব্যাবহার ও তথ্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের অধিকার। এর তাত্ত্বিক, নৈতিক, ব্যবহারিক ও আইনি দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) নিজস্ব উদ্যোগে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে (www.thpbd.org) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য সহজপ্রাপ্য করেছে। যেসকল তথ্য ওয়েব সাইটে বা অন্য কোনো প্রকাশনার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না তা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আহসানুল কবীর ডলার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সরাসরি কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে না। তবে মানুষকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরাই কর্মসূচি বেছে নিতে পারে। এ পর্যন্ত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সারাদেশে ২ লাখেরও বেশী অধিকার সচেতন স্বেচ্ছাসেবক তথা উজ্জীবক তৈরি করেছে। সাধারন মানুষ যাতে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং পথের বাঁধা সরিয়ে নিজেদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করছে উজ্জীবকগণ।

তথ্য অধিকার আইন উজ্জীবকদের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করবে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট উজ্জীবকদের সাথে তথ্য অধিকার আইন এবং আইনের বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা পরিচালনা করছে। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে নাগরিকগণের অধিকার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে।

## তথ্য অধিকারের গান


**বাবুল চন্দ্র সূত্রধর**
আরটিআই কর্মী, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব)


কথা শুইনা যাও গো হিরণ ভাই

(দেশে) আইন হইয়াছে নাম তার আরটিআই।

তথ্য চাইতে তথ্য পাইতে আর তো কোন বাধা নাই।।

শোন লাকী আর নওরীন

সামনে দেখতেছি সুদিন

নর-নারী ভেদ-বিচারি হবে রে বিলীন।

জানলে তথ্য পাব সত্য তোমায়-আমায় বিভেদ নাই।।

শোন দেশের জনগণ

মোরা পাইতে সুশাসন

দেশের তথ্য দশের তথ্য করি অন্বেষণ।

বিধিমতে অফিস হতে চলো সবে তথ্য চাই।।

কায়েম হলে সুশাসন

হবে দুর্নীতি দমন

(আসবে) অধিকারে এক কাতারে সকল জনগণ।

তথ্য চেয়ে তথ্য দিয়ে হাতে হাত রাখি সবাই।।

# তথ্যই মূল্যবান সম্পদ

**আবু রায়হান**
প্রধান তথ্য কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী।

জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পি আইয়ুব বাচ্চুর গানের একটি লিরিক হলো-“আমি তো প্রেমে পড়িনি, প্রেম আমার উপরে পড়েছে....” গানের কথার মত প্রেম যেমন এক পর্যায়ে প্রেমিককে প্রভাবিত করে; তথ্য তেমনিভাবে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট বা অবস্থার প্রেক্ষিতে মানবজীবনে একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তথ্য ছাড়া আজ আমরা চলতে পারছিনা। যেন তথ্যের উপর নির্ভর করেই আমাদের জীবন ধাবিত হচ্ছে। আমাদের জীবন-জীবিকা হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত অতিমাত্রায় তথ্য কেন্দ্রিক। তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। যেমনঃ ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, অনলাইন ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে ঘুম থেকে উঠেই আমরা স্মার্টফোনে ঢুঁদিয়ে দেখে নিই দৈনন্দিন আপডেট খবর ও খবরের পিছনের খবরের তথ্য। আজকের দিন-রাত্রির কোন সময় কেমন তাপমাত্রা হতে পারে, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা এসব তথ্যও জানার কৌতুহল মনের কোনে জায়গা পাচ্ছে। যাতে করে আগাম তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া যায়। বাস্তবেও আবহাওয়া বিপর্যয়ের খবর, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোনের সম্ভাব্য আগাম তথ্য আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সাবধানতার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। এতে করে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদ রক্ষায় তথ্য মূল্যবান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

এমনকি অতীত ইতিহাসেও দেখা গেছে যে, ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ডাকে যে তথ্য দিয়েছিলেন তা হলো-“ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। বাঙ্গালী জাতির স্বাধীকার ও স্বাধীনতার আহবানের এই তথ্যটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বানের পানির মত আর তা মূহুর্তের মধ্যে আকার ধারণ করেছিল সাইক্লোন বা ঘুর্ণিঝড়ের মত। তারই প্রতিফলন ঘটেছিল পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিবাহিনী তাদের নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়েছে বলে আমরা ইতিহাস থেকে জেনেছি। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা সোনার বাংলাদেশ পেয়েছি। যা বাঙালি জাতির নিকট শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও অহংকারের বিষয়।

ঘটনাপ্রবাহ ইংরেজি ২০২০ সাল। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরে ৭ মার্চ এর ঠিক পরের দিন ৮ মার্চ বাংলাদেশে আঘাত হানলো বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতি আর এক শত্রু ‘কোভিড-১৯’। যার আক্রমণ প্রথম দেখা দেয় চীনের উহানের এক মৎস্য খামার থেকে। যে শত্রুর জন্য শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্ব প্রস্তুত ছিলনা। বাঙালিরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমর প্রাঙ্গনে লড়াই করেছে। কিন্তু কোভিড-১৯, তাকে তো দেখা যায়না। কি করবে এখন বাংলাদেশ ? কি করবে বিশ্ববাসী ? কোভিড-১৯ এর আক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে, পড়ছে এক একটি দেশের ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব সীমানায়। এখানেও সেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের বাণী আমাদের তথা বিশ্ববাসিকে মুক্তির পথ দেখায়। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল”। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ তাই সকলকে নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন। অর্থাৎ করোনা সংগ্রামে সকলের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের ঘরই হচ্ছে এক একটি দূর্গ। অর্থাৎ একমাত্র সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দৈনন্দিন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে যদি আমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে পারি তাহলেই শুধু কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। তাই তো তাঁরই যোগ্য সন্তান, বঙ্গবন্ধু কন্যা, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর উপস্থিতি সনাক্ত হওয়া মাত্র সেই তথ্যটি সকলকে সাথে সাথে জানিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। যাতে করে দেশবাসি এ তথ্যের মাধ্যমে প্রস্তুত হতে পারে, কোভিড-১৯ হতে প্রত্যেকে সাবধান হতে পারে। আমার জানামতে কোভিড-১৯ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান নির্দেশনা বিষয় ছিল-তথ্য। অর্থাৎ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর উপস্থিতির তথ্যটি সকলের জানা প্রয়োজন এবং প্রতিরোধের জন্য মানা প্রয়োজন। আর করোনা মোকাবেলায় ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ কোভিড-১৯

শত্রুটির আক্রমণের খবরটি যত তাড়াতাড়ি দেশবাসি জানতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সচেতনতা অবলম্বন করতে পারবে। এতে করে কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কম হবে। তা না হলে তথ্য গোপন করে রাখলে সংক্রমণের হার জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকবে। তাই তো করোনা মোকাবেলায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন-"বাঙ্গালী বীরের জাতি। নানা দুর্যোগে, সংকটে বাঙালী জাতি সম্মিলিতভাবে সেগুলো মোকাবেলা করেছে। ১৯৭১ সালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করে বিজয়ী হয়েছি। করোনা ভাইরাস মোকাবেলা একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আপনার দায়িত্ব ঘরে থাকা। আমরা সকলের প্রচেষ্টায় এ যুদ্ধে জয়ী হবো ইনশাল্লাহ্"।

১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু করোনার তো কোন দেশ নেই। করোনা শুধু আক্রমণ করতে পারে যখন কেউ তার সংস্পর্শে আসে। সে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শুধু আক্রমণ করেই যাবে, যাকে সে ছুঁতে পারবে। তাহলে উপায় ? হ্যাঁ, তাকে মোকাবেলা করতে হবে তার সাথে দেখা না করে, তার সংস্পর্শে না এসে। এক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও আমাদের তথা বিশ্ববাসির জানা দরকার, জানানো দরকার। তাই তো আমাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাই-বোন তো এ তথ্য সকলকে জানানোর ব্যবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সার্বক্ষণিক কাজ করে চলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন ব্রিফিং এর মাধ্যমে প্রতিদিনের হালনাগাদ তথ্য দিয়ে এর ভয়াবহতা, প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনার তথ্য দিয়ে করোনা মোকাবেলায় সকলকে সাহায্য করছে। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারকারী অনেক অপেশাদার ডাক্তার বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার করে। বিভ্রান্তিকর তথ্য বলতে যেমন......ঔষধ সেবনে করোনা ভালো হয়ে যাবে, ইত্যাদি। তাহলে এখানে তথ্যের বিষয়টি কিন্তু দু'টি গুরুত্ব বহন করে। যথা-ইতিবাচক তথ্য ও নেতিবাচক তথ্য। লক্ষণীয় যে একই বিষয়ে-(১) কোন বিশুদ্ধ তথ্য মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে জীবন বাঁচাতে পারে ও সম্পদহানি হতে রক্ষা করতে পারে। (২) আবার বিভ্রান্তিকর তথ্য মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে/বিভ্রান্ত করতে পারে।

তাই শুধু তথ্য হলেই হবে না। তথ্যটি হতে হবে বিশুদ্ধ ও জনবান্ধব। আর তথ্যটি প্রচারে হতে হবে দায়িত্বশীল। তাহলে সে তথ্য হতে পারে সম্পদ। তথ্য কীভাবে সম্পদ হতে পারে ? হ্যাঁ, তথ্য হয়ত সোনা-রুপা, হীরার মত দৃশ্যমান বস্তু না হলেও এর গুরুত্ব বস্তুগত মূল্যবান সম্পদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর মূল্য সে সকল মূল্যবান বস্তুর চাইতে বেশি। কারণ, কোভিডের কথাই ভাবা যাক না কেন ? কোভিড-১৯ কী ? তা কীভাবে ছড়ায়, কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ? কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে ? এর সকল প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু কোভিড থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য। কারণ এ তথ্যগুলো মানুষের জানা না থাকলে অথবা ইচ্ছা করে জানতে না চাইলে, মানতে না চাইলে কী হবে ? হ্যাঁ, সে অবশ্যই কোভিড-১৯ সংক্রমিত হবার ঝুঁকিতে থাকবে। আর যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সে নিজে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তার স্বজন-প্রিয়জন ও চারপাশের লোকজনদেরও সংক্রমিত করতে পারে। এতে করে আল্লাহ না করুক কোভিড জটিলতার কারণে আক্রান্ত যে কারো মৃত্যুও হতে পারে বা হয়। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে, কারো নিকট হয়ত অনেক (জমিজারাত, সোনা, রুপা, হীরা ইত্যাদির মত) মূল্যবান সম্পদ থাকতে পারে। কিন্তু কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলে কী করতে হবে ? কী করা উচিত বা অনুচিত সেই তথ্য জানা না থাকে, তাহলে তার নিকট জীবনের মূল্য কিসে ? তাই সঠিক তথ্যই পারে জীবনের মূল্য জানতে, জানাতে। আর বিশুদ্ধ তথ্যের অভাবে জীবনই যদি না থাকে তাহলে মূল্যবান সম্পদের মূল্যই বা কি আছে দুনিয়াতে !

সংকটকালে তথ্য পেলে
জনগণের মুক্তি মেলে

# সংকটকালে তথ্য পেলে জনগণের মুক্তি মেলে

- ❑ করবো না আর তথ্য গোপন স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন
- ❑ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ আলোকিত করবে সমাজ
- ❑ তথ্য পেলে মুক্তি মেলে সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে
- ❑ সুশাসন আর সুন্দর ধরা তথ্য ছাড়া যায় না গড়া
- ❑ তথ্য দিয়ে গড়ব দেশ গড়ব সোনার বাংলাদেশ
- ❑ তথ্য চাইলে জনগণ দিতে বাধ্য প্রশাসন
- ❑ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথ্য পাবে সবাই এসে
- ❑ তথ্য পাবে জনগণ আসবে দেশে সুশাসন
- ❑ সবাই মিলে তথ্য দিলে আলোকিত সমাজ মিলে
- ❑ তথ্য পেলে জনগণ নিশ্চিত হবে সুশাসন
- ❑ তথ্য পাবে জনগণ তথ্যে সবার উন্নয়ন

**তথ্য কমিশন**
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৪৮১১৭৬৭৯ ফ্যাক্স: ০২-৯১১০৬৩৮
ই-মেইল: secretary@infocom.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.infocom.gov.bd